তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫
৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ৯১৩৭৩৩২
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২
সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	v
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে প্রধান তথ্য কমিশনারের সাক্ষাৎকার	vii
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	ix
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	xi
	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে তথ্য অধিকারঃ অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক	xiii
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xv
অধ্যায় ১ ঃ	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	**১-৪**
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	৩
১.২	কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	৩
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	৩
অধ্যায় ২ ঃ	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি**	**৫-৩৬**
২.১	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	৭
২.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৯
২.৩	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	৯
২.৪	তথ্য কমিশনের সার্ভার স্টেশন স্থাপন	১১
২.৫	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	১২
২.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা	১৪
২.৭	মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্তকরণ	১৫
২.৮	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	১৫
২.৯	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	১৫
২.১০	তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা	১৬
২.১১	স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশে তথ্য কমিশনের ভূমিকা	২৮
২.১২	তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (গ্রামীণ ফোন, রবি)	৩০
২.১৩	তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৩১
	ক. ব্র্যাক	৩১
	খ. টিআইবি	৩২
	গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৩৪
	ঘ. বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)	৩৫
	ঙ. তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	৩৫
	চ. নিজেরা করি	৩৬

অধ্যায় ৩ ঃ	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	**৩৭-৭০**
৩.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৩৯
৩.২	সরবরাহকৃত ও অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা	৩৯
৩.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা	৩৯
৩.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৩৯
৩.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৩৯
৩.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৩৯
৩.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৪০
৩.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের বিশ্লেষণ	৪০
৩.৯	একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের (২০১১-২০১২) সাল	৪৭
৩.১০	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি মন্ত্রণালয়	৫০
৩.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি জেলা	৫০
৩.১২	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি এনজিও	৫১
৩.১৩	তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি	৫২
৩.১৪	এনজিও কর্তৃক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার (কেসস্টাডি ও অন্যান্য রিপোর্টসমূহ)	৫৪
	৩.১৪.১ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৫৪
	৩.১৪.২ ব্র্যাক	৫৮
	৩.১৪.৩ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)	৫৮
	৩.১৪.৪ নিজেরা করি	৬৩
	৩.১৪.৫ নাগরিক উদ্যোগ	৬৫
৩.১৫	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৭
	৩.১৫.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৭
	৩.১৫.২ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৮
	৩.১৫.৩ বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৯
৩.১৬	মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ	৭০
৩.১৭	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৭০
৩.১৮	উপসংহার	৭০
অধ্যায় ৪ঃ	**পরিশিষ্টসমূহ**	**৭১-৪**
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৭৩
খ.	তথ্য অধিকার আইনের উপর সংবাপত্রে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন	৭৪
গ.	গ্রামীণফোন ও রবি কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম	৮১
ঘ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ	৮৭
ঙ.	জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলা সমূহের ম্যাপ	৯৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের ৯৩ তম দেশ, যেখানে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা হয়েছে । এই আইনের বাস্তবায়নের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন সূচিত হয়েছে ।

বাংলাদেশ একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র । আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চণা ও দারিদ্র নিরসনে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে । তথ্য কমিশন উল্লেখিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাজ করে যাচ্ছে । তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার ০৪ (চার) বছরের মধ্যে তথ্য প্রত্যাশী জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে গণতন্ত্রায়নের অন্যতম হাতিয়ার তথ্য অধিকার । এই আইন নাগরিকের ক্ষতায়নের সাথে জড়িত । সুতরাং এ আইনের যথাযথ প্রয়োগে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় ।

তথ্য কমিশন ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে । রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে তরান্বিত করাই হলো কমিশনের প্রধান অঙ্গীকার । ১৯৭২ এর পবিত্র সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক । গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যেই তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইনটি পাশ করে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছে । তথ্য কমিশন জাতির প্রত্যাশা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়নে কমিশন সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করে ।

বিগত বছরের ন্যায় তথ্য কমিশনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কর্মকান্ড ও অর্জন নিয়ে তথ্য কমিশন ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে । এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা মূল্যবান তথ্য, সুচিন্তিত পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এছাড়াও তথ্য কমিশনের দুইজন তথ্য কমিশনার, সচিব সহ এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । আশা করি এ প্রতিবেদন তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড, সীমাবদ্ধতা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে ।

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন নবনিযুক্ত প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে তথ্য অধিকারঃ অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে গত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এই আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারীর ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এবং এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড, অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকাণ্ড প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠবে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার এবং সেক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন কোন কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009" ২৯.১০.২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয় ।

খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ গত ০১.১১.২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয় ।

গ. গত ০৮.০৩.২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী প্রকাশিত হয় ।

ঘ. গত ০৩.১১.২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রকাশিত হয় ।

ঙ. গত ১৩ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ।

চ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রচার ও প্রকাশ) প্রবিধানমালা, ২০০৯ প্রকাশিত হয় ।

ছ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রকাশিত হয় ।

জ. তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২ প্রকাশিত হয় ।

ঝ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই প্রকাশিত হয় ।

ঞ. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ প্রকাশিত হয় ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃব গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে ।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে ।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে ।
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিবিধ বিষয়াদি উল্লেখযোগ্য ।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৬,৪৭৫ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৩,৯২১টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২৫৫৪টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৮৪.৫০% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ১৫.৫০% । দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ১৬,৪৭৫ টি আবেদনের মধ্যে ১৫,৭৯৯ টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৫.৯০% । অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৬৭৬ টির (৪.১০%) মধ্যে কিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদন তথ্য কমিশনে পাওয়া গিয়েছে। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর শুনানী অন্তে একজন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ৩০৬টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১৩৮ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয় । ১৪৬টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২২টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় খারিজ করা হয়েছে ।

তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪০০.৫০ (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার মধ্যে ২০১২ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৯২.১৮ (বিরানব্বই লক্ষ আঠার হাজার) টাকা ব্যয় করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- সাধারণ জনগণের মাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতার অভাব
- তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি তৈরি না হওয়া
- জোরদার মনিটরিং এর অভাব
- জেলা পর্যায়ে সরকারী অফিসসমূহে জনবল স্বল্পতা
- প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারী অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা
- তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি/সীমাবদ্ধতা
- তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার অপর্যাপ্ততা
- সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া
- স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অভাব
- তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা ও দুর্বলতা
- সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনীহা
- তথ্য সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা
- তথ্য সংগ্রহে দীর্ঘসূত্রিতা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্রুত নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা। তথ্য প্রাপ্তি, আপীল আবেদন ও অভিযোগ দাখিলের জন্য ফি নির্ধারণ করা। তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় সংক্ষেপ করা, Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। এনজিও ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা, তথ্য কমিশনকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা। বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt of the Court এর Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করা হয়। এরূপ একটি ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের তথাপি বেসরকারী সংস্থা ও নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন তথ্য অধিকার আইন পাশের সুপারিশ করেছিল। পরবর্তীতে ২০০২ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। দেশের সুশীল সমাজ, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ অনেকেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। অবশেষে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয় যা ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

১.২. তথ্য কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ প্রতিষ্ঠা হওয়ার গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের
শুরু করা হয়। পরবর্তীতে

একর
৬৩,৬৩,৬৩৭
কর্তৃক জমির
সেলামী বাবদ
বাহাত্তর । সে
জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এছাড়া,
হতে ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তথ্য
একটি

মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর ।
পরিশোধের দায়ভার
হয়। জমির দখল হস্তান্তর হওয়ার পর ।

১.৩. সাংগঠনিব কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএ-ই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-প্রেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য

৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ৩১ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ০৫ জন কর্মচারী চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন এবং ০২ জন যোগদান না করায় বর্তমানে ২৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। অবশিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্মরত রয়েছেনঃ

ক্র.নং	নাম	পদবী		ফোন নম্বর
১.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক	প্রধান তথ্য কমিশনার		০২-৯১১৩৯০০
২.	জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২১
৩.	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২০
৪.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	সচিব	প্রেষণে নিযুক্ত	০২-৯১১১৫৯০
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল করিম	পরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২২২
৬.	জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম	পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১৫
৭.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	উপপরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২১৩
৮.	নূরুন নাহার	উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১০
৯.	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	পিএস টু সিআইসি		০২-৮১৮১২১৮
১০.	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	পিএস টু আইসি		০২-৮১৮১২১৭
১১.	জনাব সেলিম শেখ	পিএস টু আইসি		০২-৮১৮১২১১
১২.	জনাব মোঃ শাহ আলম	জনসংযোগ কর্মকর্তা		০২-৯১৩৭৩৩২
১৩.	মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৪.	লাবণী সরকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৫.	মুন্না রাণী শর্মা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৬.	মোঃ তরিকুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৭.	আসমা আক্তার	লাইব্রেরীয়ান		
১৮.	মোঃ কহিনুর ইসলাম	হিসাব রক্ষক		
১৯.	মোঃ মিজানুর রহমান	কম্পিউটার অপারেটর		
২০.	মোঃ সাজিদুল ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর		
২১.	মোঃ আবু রায়হান	ব্যক্তিগত সহকারী		
২২.	শারমিন সুলতানা	উচ্চমান সহকারী		
২৩.	মোঃ মামুন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৪.	মৌ-রানী বিশ্বাস	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৫.	মোঃ রেজাউল করিম	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক		
২৬.	মোঃ মঞ্জুরুল হাসান কাজল	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক		
২৭.	মোঃ তানভীর চৌধুরী	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর		
২৮.	মোঃ আবুল কালাম	গাড়ীচালক		
২৯.	মোঃ সাইদুর রহমান	গাড়ীচালক		
৩০.	মোঃ জালাল শেখ	গাড়ীচালক		
৩১.	মোঃ সালাউদ্দিন	গাড়ীচালক		
৩২.	মোঃ ইমরান হোসেন	গাড়ীচালক		
৩৩.	মোঃ মোক্তার হোসেন	ডেসপাস রাইডার		
৩৪.	মোঃ রুবেল শেখ	প্রসেস সার্ভার		
৩৫.	মোঃ জামিল হোসেন	জমাদার		
৩৬.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	অর্ডারলি		
৩৭.	শ্রী-রাজু	ক্লিনার		দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে
৩৮.	লতা রানী	ক্লিনার		

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

২.১ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত যেসব জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি, খুলনা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও চট্রগ্রাম জেলা।

এছাড়া যেসব জেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, পাবনা, জামালপুর, নাটোর, কুমিল্লা, বগুড়া, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ জেলা।

এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, দেলদুয়ার, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ), বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভা

বগুড়া জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পিরোজপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভা

২.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারী/আধাসরকারী পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে ১০,০৮৪ জন ও বেসরকারী সংস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩,০৮৫ জনসহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৩,১৬৯ জন। সারা দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত তালিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা	আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৩ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৫৫২৩২৩৫৪৬ ই-মেইলঃ kamruzzaman_6428 @yahoo.com	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন সচিব	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৮১১১১৬২৮৬ ই-মেইলঃ hmforhad1@gmail.com

তথ্য কমিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১২ সালে মোট ৩৩টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়। তন্মধ্যে ২০টি আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য মূল্য প্রদান না করায় অবশিষ্ট ১৩টি আবেদনের তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ৯১৬/- (নয়শত ষোল) টাকা।

তথ্য মূল্য সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর নিম্নরূপঃ

১		৩	৩	০	১		০	০	০	১		১	৮	০	৭

২.৩ জেলা পর্যায় ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ইতোপূর্বে রংপুরে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেটে সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৬১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ২০৪ জন, খুলনা জেলায় ১০২ জন, নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন, পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৮ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন, কুমিলা জেলায় ৩৯৮ জন, বগুড়া জেলায় ১৩১ জন, কক্সবাজার জেলায় ১৫৫ জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৪৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮৬ জন, রাজশাহী জেলায় ১৮৩ জন, জয়পুরহাট জেলায় ৭১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১১৪ জন, পিরোজপুর জেলায় ১৪৮ জন, নওগাঁ জেলায় ১০১ জন, শরিয়তপুর জেলায় ৬২ জন, মাদারীপুর জেলায় ৯৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১০৯ জন, লক্ষীপুর জেলায় ১০৪, চাঁদপুর জেলায় ৯৫ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৪১, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ইতোপূর্বে ১৫২ জন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশনে ও মাঠ পর্যায়ে সর্বমোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা সর্বমোট ৪,৩১৩ জন। তথ্য কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইনের ওপর বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রাজশাহী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বাগেরহাট জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

২.৪ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন

তথ্য কমিশন নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ , সাতানব্বই হাজার, দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ গত ডিসেম্বর, ২০১১ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

ইউএসএইড ও প্রগতির সহযোগিতায় গত ১৫-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এতে তথ্য কমিশনের বিদ্যমান যন্ত্রাংশের সাথে আরও ১টি সার্ভার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, ১টি রাউটার+ ফায়ারওয়াল, ১টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র, ২টি কম্পিউটার, ১টি Black & White Multifunctionl Common Printer, ১টি Network Color Printer ও কমিশনের বিভিন্ন কক্ষে সুগঠিত Inter Network স্থাপনে ৪৪টি (Node) সংযোগস্থল স্থাপন করা হয়। যার ফলে কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ File Sharing, File Security, Computer Security, Centrally Computer Virus Protection ও File Backup এর সুবিধা সহ সার্ভার থেকে কেন্দ্রিয় ভাবে সকল কম্পিউটার ও তথ্যের সুরক্ষা পাচ্ছে যা কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও বেগবান করেছে।

তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগনের জন্য কমিশনের নিজস্ব Domain (www.infocom.gov.bd) এর অনুকূলে ৪৪টি ই-মেইল একাউন্ট চালু করা হয় যা কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করেছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে তথ্য কমিশনের একটি নতুন সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়। যা বর্তমানে চলমান সাইটের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়াও তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে Internal System training, E-mail training ও Web portal training এবং নির্বাচিত ১৪টি জেলা থেকে ১৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে Webportal training প্রদান করা হয়।

তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের Internal System training, E-mail training ও Web portal training

২.৫. কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প ও গ্রামীণ ফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে। সম্প্রতি কমিশনের ওয়েবসাইটটির মানোন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের ১৩,১৬৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের

তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে কমিশনের কার্যাবলী, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া, গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে গড়ে ২১৭ জন ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে লাভবান হচ্ছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিটের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো ঃ

ছক - ১ ঃ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

ক্রমিক নং	তারিখ (থেকে-পর্যন্ত)	ভিজিট	পেজ ভিউজ	নতুন ভিজিটর	পরিদর্শনকারী দেশের সংখ্যা
১.	০২.০১.১২ - ০৮.০১.১২	১৪৬৩	৫০৩৫	১২১৯	৩১
২.	০৯.০১.১২ – ১৫.০১.১২	১২৮২	৪৪০৮	১০৭৪	৩৭
৩.	১৬.০১.১২ - ২২.০১.১২	১১৭১	৪৪২৭	৯৭৮	৩৩
৪.	২৩.০১.১২ - ২৯.০১.১২	১০৫১	৩৭৯৩	৮৬০	৩২
৫.	৩০.০১.১২ - ০৫.০২.১২	৯৬৯	৩৭৩৯	৭৮২	৩৩
৬.	০৬.০২.১২ – ১২.০২.১২	১০৮২	৩৮১৫	৮৮৯	৩৪
৭.	১৩.০২.১২ - ১৯.০২.১২	৩৩৪৯	৯২৫৫	৩০৫৬	৩৪
৮.	২০.০২.১২ - ২৬.০২.১২	৮৯৪৪	২৩৭১০	৭৭৯২	৪১
৯.	২৭.০২.১২ – ০৪.০৩.১২	২২৭৭	৭৩৫১	১৯০০	৩৮
১০.	০৫.০৩.১২ - ১১.০৩.১২	৭৩৩৬	২০৪২৬	৫৯৫৭	৩৫
১১.	১২.০৩.১২ – ১৮.০৩.১২	৩৯৪১	১১৮৯৪	৩০৭৬	৪০
১২.	১৯.০৩.১২ – ২৫.০৩.১২	২৫২৫	৬৯৫২	২১৫৯	-
১৩.	২৬.০৩.১২ - ০১.০৪.১২	২৫৫১	৭৩২১	২১৬৪	৩১
১৪.	০২.০৪.১২ - ০৮.০৪.১২	১৪৩০	৫০০২	১২১৫	৩২
১৫.	০৯.০৪.১২ – ১৫.০৪.১২	১১৩১	৪৬৫৭	৯২১	৩৫
১৬.	১৬.০৪.১২ - ২২.০৪.১২	১১৫৮	৪৭৩৩	৯৫১	৩০
১৭.	২৩.০৪.১২ - ২৯.০৪.১২	১১৮৩	৫৯৩৮	৯৪৬	৩৪
১৮.	৩০.০৪.১২-০৬.০৫.১২	১০১৩	৪৮৮৭	৮০৮	৩১
১৯.	০৭.০৫.১২–১৩.০৫.১২	১০৩৭	৪৬২৯	৭৭৮	২৭
২০.	১৪.০৫.১২– ২০.০৫.১২	১০৭৩	৩৮৭৩	৮৮১	২৮
২১.	২১.০৫.১২–২৭.০৫.১২	৮৩৪৪	২১৩৬৩	৭৪৪৮	৩১
২২.	২৮.০৫.১২–০৩.০৬.১২	২৯২৩	২৪৭৭৩	২৪৫০	২৫
২৩.	০৪.০৬.১২–১০.০৬.১২	২৫৮৬	২১৪৮৩	২২৪৭	২৪
২৪.	১১.০৬.১২–১৭.০৬.১২	১৮২৮	১৮৩৭০	১৫০২	২৬
২৫.	১৮.০৬.১২–২৪.০৬.১২	২৩০২	২০১০৬	১৯৮২	২৩
২৬.	২৫.০৬.১২–০১.০৭.১২	১২৯৩	১২৭১৭	১০৭৮	-
২৭.	০২.০৭.০১২–০৮.০৭.১২	১১৯৬	১১৬৭৫	১০০৪	-
২৮.	০৯.০৭.১২–১৫.০৭.১২	১১৯১	১২২৮৩	১০০৩	-
২৯.	১৬.০৭.১২–২২.০৭.১২	১৪৪০	১৫৬২২	১২০৪	-
৩০.	২৩.০৭.১২–২৯.০৭.১২	৫৩০০	৫২২০৪	৪৭৬১	-

৩১.	১৮.০৬.১২-২৪.০৬.১২	২৩০২	২০১০৬	১৯৮২	২৩
৩২.	২৫.০৬.১২-০১.০৭.১২	১২৯৩	১২৭১৭	১০৭৮	-
৩৩.	০২.০৭.০১২-০৮.০৭.১২	১১৯৬	১১৬৭৫	১০০৪	-
৩৪.	০৯.০৭.১২-১৫.০৭.১২	১১৯১	১২২৮৩	১০০৩	-
৩৫.	১৬.০৭.১২-২২.০৭.১২	১৪৪০	১৫৬২২	১২০৪	-
৩৬.	২৩.০৭.১২-২৯.০৭.১২	৫৩০০	৫২২০৪	৪৭৬১	-
৩৭.	৩০.০৭.১২-০৫.০৮.১২	১৭২৮	২২৯৮০	১৪৫১	-
৩৮.	০৬.০৮.১২-১২.০৮.১২	১১৮২	১৪৬১১	১০১৬	-
৩৯.	১৩.০৮.১২-১৯.০৮.১২	৭৭৮	৭১৭৮	৬৮৯	-
৪০.	২০.০৮.১২-২৬.০৮.১২	১০১৩	১০৭৯৭	৮৬৫	-
৪১.	২৭.০৮.১২-০২.০৯.১২	৪৬৩১	৪৩৬৬০	৪১৬২	-
৪২.	০৩.০৯.১২-০৯.০৯.১২	১৭৫৭	২০৩৬৬	১৪৭২	-
৪৩.	১০.০৯.১২-১৬.০৯.১২	১৪৪৪	১৬৬৪৫	১১৯৩	-
৪৪.	১৭.০৯.১২-২৩.০৯.১২	১১৪৩	১৩৮৩৬	৯৭৪	-
৪৫.	২৪.০৯.১২-৩০.০৯.১২	৫৩৭	৬০০৯	৪৫৬	-
৪৬.	০১.১০.১২-০৭.১০.১২	২৬০১	২৫০৮৫	২২৯৫	-
৪৭.	০৮.১০.১২-১৪.১০.১২	১২৪৭	১৪৩২২	১০৪৭	-
৪৮.	১৫.১০.১২-২১.১০.১২	৯৩০	১০৯১১	৮১৫	-
৪৯.	২২.১০.১২- ২৮.১০.১২ (error)	-	-	-	-
৫০.	২৯.১০.১২- ০৪.১১.১২ (error)	-	-	-	-
৫১.	০৫.১১.১২-১১.১১.১২	৩৭৩১	৩৬০৬৬	৩৩৩২	-
৫২.	১২.১১.১২-১৮.১১.১২	১১৪৩	১২,৬৪৮	৯৬৪	-
৫৩.	১৯.১১.১২-২৫.১১.১২	১০১০	১২,৩৬৩	৮৫৪	-
৫৪.	২৬.১১.১২-০২.১২.১২	৮৪৭	৯,৭৮২	৭২৫	-
৫৫.	০৩.১২.১২-০৯.১২.১২	৭১৪	৭৮৬৪	৬০৬	-
৫৬.	১০.১২.১২-১৬.১২.১২	৬৯৪	৭৩৮১	৫৯৩	-
৫৭.	১৭.১২.১২-২৩.১২.১২	৬৮৩	৭৭৮৪	৫৮৪	-
৫৮.	২৪.১২.১২-৩০.১২.১২	৮৫৯	১০৩০৩	৭০২	-
	মোট=	১০৩,০৪১	৬৬৭,০৩২	৮৭,৮৮০	

২.৬ তথ্য কমিশন আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা

তথ্য জানা ও তা পাবার অধিকার মানুষের জন্মগত এবং চিরন্তন; এ অধিকার কারো খেয়াল-খুশী বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করেনা। তাই বাংলাদেশের জনগণের এ অধিকারের স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনে জবাবাদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালের ২ জুলাই থেকে কমিশন তার কর্মকাণ্ড শুরু করে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করেছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচীর প্রেস কভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে-তখনই তারা নিজ দায়িত্বে আশাতীত সাড়া দিয়েছেন। ফলে জনগণ পত্রিকার মাধ্যমে, টিভি ও ইন্টারনেট দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অনেক জেনেছেন এবং তাদের তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা পরিশিষ্ট 'খ'দেয়া হলো

ভূমিকা পালনকারী সহযোগী প্রধান মিডিয়াসমূহের নাম

বিএসএস, পিআইডি, ইউএনবি, বিবিসি, ভোয়া, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, বাংলানিউজ২৪ডটকম, বিডিনিউজ২৪ডটকম, সংগ্রাম, নয়াদিগন্ত, আমাদের সময়, যায যায় দিন, সংবাদ, নওরোজ, স্বাধীনসংবাদ, আজকের জনতা, নরসিংদীর কাগজ, দৈনিক জনসংবাদ, দৈনিক ডান্ডিবার্তা (নারায়নগঞ্জ), লোকসমাজ (যশোর), ডেইলি সান, নিউএজ, নিউজটুডে, মিডিয়া ওয়াচ, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, প্রোব ম্যাগাজিন, আইস-টুডে, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, ইটিভি, সময় টিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, আরটিভি মোহনা টিভি, দেশ টিভি, দিগন্ত টিভি, মাইটিভি, ইসলামিক টিভি, এনটিভি, ইনডিপেন্ডন্ট২৪টিভি, বাংলাদেশ বেতার, রেডিও টুডে, এবিসি রেডিও, রেডিও সুন্দরবন ইত্যাদি।

২.৭ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভূক্তকরণ

তথ্য কমিশনের সভায় জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংক্রান্ত একটি অধ্যায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা) স্তরে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯-০৮-২০১০ খ্রিঃ এবং ০৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ড, ঢাকা এবং ১১-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বরাবর উপরোল্লিখিত বিষয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এর সাথে এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্বাচিত অংশ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যা ২০১৩ সালের শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদান শুরু হয়েছে।

২.৮ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ব রোডম্যাপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১৩ সালের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, জনঅবহিতকরণ সভা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি, জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন , তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, এনজিও/বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে আগামী বছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা তথ্য কমিশনের রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য কমিশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.৯ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ব প্রকাশনা বিতরণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্ত সরকারী দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সকল দপ্তর ও সংস্থার "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ" এর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ-এ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর (৩০০ তিনশত) কপি পুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬০০ (ছয়শত) কপি পুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলায় এবং সংবাদ পত্র/নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও/কমিউনিটি রেডিও সমূহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য ১,৮০,০০০ কপি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আবেদন ফরম প্রস্তুত করা হয়। এই আবেদন ফরম গুলো বিতরণের জন্য দেশের সকল জেলায়, মন্ত্রনালয়ে এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২০১২ সালে বগুড়া, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, চাঁদপুর,

চট্রগ্রাম, সিরাজগঞ্জ জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত প্রশিক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০১২ সালে বগুড়া, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম জেলায় এবং পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর জেলার সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর উপজেলা, চাঁদপুর জেলা সদর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ উপজেলা, পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা, চাটমোহর উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিতরণ করা হয়।

২.১০ তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা

তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃব অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্তসার

০৮ জানুয়ারী, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন।

১৬ জানুয়ারী, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন।

১৯ জানুয়ারী, ২০১২ ঃ বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক এর আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ (পঁঞ্চাশ) জন।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ঃ আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RPATC), ঢাকা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ (চল্লিশ) জন।

১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর বিভিন্ন মসজিদের খতিব/ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০০ (একশত) জন।

২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮১ (একাশি) জন।

২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ঃ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর আমন্ত্রণক্রমে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট যৌথ ক্যাম্পে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৬ (ছাপ্পান্ন) জন।

০৮ এপ্রিল, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন।

২৪ এপ্রিল, ২০১২ হতে ২৬ এপ্রিল, ২০১২ ঃ তথ্য কমিশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

১২ মে, ২০১২ ঃ বেসরকারী সংস্থা এমআরডিআই কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে RTI: A tool for social accountability শীর্ষক ০১ (এক) দিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩৮ (আটত্রিশ) জন।

১৪ মে, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ (পঁঞ্চাশ) জন।

২১ মে, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ) জন।

২৪ মে, ২০১২ ঃ বিসিএস প্রশাসন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬২ (বাষাট্টি) জন।

০৬ আগস্ট, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৭ জুন, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২১ (একুশ) জন।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর বিভিন্ন মসজিদের খতিব/ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০০ (একশত) জন।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য ঐকমত্যের বাংলাদেশ এর রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঃ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে তথ্য অধিকার ফোরাম ঢাকাস্থ শিশু একাডেমীর মিলনায়তনে "তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান এবং তথ্য মেলার উদ্বোধন।

০১ অক্টোবর, ২০১২ ঃ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন।

০৪ অক্টোবর, ২০১২ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০০ (একশত) জন।

১৮ অক্টোবর, ২০১২ ঃ জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ তথ্য অধিকার অর্জন এবং প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহনকারী ১০০ (একশত) জন।

০১ নভেম্বর, ২০১২ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮০ (আশি) জন।

১৮ নভেম্বর, ২০১২ হতে ২২ নভেম্বর, ২০১২ ঃ লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলায় তথ্য অধিকার আইনের উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯৯ (একশত নিরানব্বই) জন।

০৩ ডিসেম্বর, ২০১২ ঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৬০ (একশত ষাট) জন।

০৫ ডিসেম্বর, ২০১২ ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক ২০১২ সনে গৃহীত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৮-০১-২০১২ তারিখে বিকাল ০৫:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২৫ (পঁচিশ) জন নবীন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৬-০১-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২৭ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- ১৯-০১-২০১২ তারিখে বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক এর আমন্ত্রণক্রমে বিকাল ৩:৩০ মিঃ বন ভবনের সম্মেলণ কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণ করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ স্ববিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়।

- ১৩-০২-২০১২ তারিখে আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে সকাল ১১:১৫ মিঃ হতে দুপুর ০১:১৫ মিঃ এবং বিকাল ০২:৩০ মিঃ হতে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ (চল্লিশ) জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ স্ববিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়।

- ১৪-০২-২০১২ তারিখে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিকাল ০৩:০০ মিঃ হতে বিকাল ০৪:০০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের ১৭৩ তম দলের ১০০(একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ স্ববিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয় ।

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২২-০২-২০১২ তারিখে সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে বেলা ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত বার্ডের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২২ তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের ৪০ (চল্লিশ) জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ৯০ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪১ (একচল্লিশ) জন, সর্বমোট ৮১ (একাশি) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে অংশগ্রহণকারীগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয় ।

- সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর আমন্ত্রণক্রমে ২৭-০২-২০১২ তারিখে বিকাল ০২:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট যৌথ ক্যাম্পে (সাভার, ঢাকা) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৯২ তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস ক্যাডারভূক্ত (প্রশাসন, পুলিশ ও রেলওয়ে) এবং জুডিসিয়াল সার্ভিস এর ৫৬ (ছাপ্পান্ন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৮-০৪-২০১২ তারিখে সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে বেলা ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত বার্ডের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৯২ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে অংশগ্রহণকারীগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়।

- বেসরকারী সংস্থা এমআরডিআই কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১২-০৫-২০১২ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে বেলা ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত RTI: A tool for social accountability শীর্ষক ০১ (এক) দিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন পেশার ৩৮ (আটত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৪-০৫-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ২৯ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২১-০৫-২০১২ তারিখে বিকাল ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । সংক্ষিপ্ত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে পেট্রোবাংলা ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ এ নব নিযুক্ত ১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রশিক্ষণান্তে গ্রহণকারীগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- বিসিএস প্রশাসন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৪-০৫-২০১২ তারিখে বিকাল ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত একাডেমীর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৮০ ও ৮১ তম আইন ও প্রশাসন কোর্সে ৬২ (বাষট্টি) জন কর্মকর্তা (বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৭-০৬-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । পরিবেশ অধিদপ্তরে নব নিয়োগকৃত ২১ (একুশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১১-০৯-২০১২ তারিখ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীতে তথ্য অধিকার আইনের উপর বিভিন্ন মসজিদের খতিব/ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । প্রশিক্ষণে ১০০ (একশত) জন খতিব/ইমাম অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০১-১০-২০১২ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:৩০ মিঃ পর্যন্ত নিপোর্টের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৪-১০-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:৫০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৪৭ ও ৪৮ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০০ (একশত) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০১-১১-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩২ ও ৩৩ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৮০ (আশি) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- ১৮-১১-২০১২ তারিখে লক্ষীপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ও জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করা হয় । প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০.০০ মিঃ শুরু হয়ে বেলা ১২.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয় । মোট ১০৪ (একশত চার) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন লক্ষীপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান । জেলার বিভিন্ন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয় । তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- জনঅবহিতকরণ সভা বিকাল ০২:৩০ মিঃ শুরু হয়ে বিকাল ০৪.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয় । জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন লক্ষীপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান । বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৫৮(একশত আটান্ন) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন । জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ, সহকারী কমিশনার(ভূমি)বৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । পরিশেষে তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পটভূমি, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, অধিক্ষেত্র সম্পর্কে উপস্থিত সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হয় । তথ্য অধিকার আইন কিভাবে প্রণীত হয়েছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস এবং এর প্রয়োগিক দিকসহ অন্যান্য বিষয় তুলে ধরা হয় । উপস্থাপনা শেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে উপস্থিত সকলের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- ১৯-১১-২০১২ তারিখ বিকাল ১৪:৩০ মিঃ থেকে ১৬:৩০ মিঃ পর্যন্ত রায়পুর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান করা হয় । জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন রায়পুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব দুলাল চন্দ্র সূত্রধর । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুর এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, রায়পুর । বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৬৭ (একশত সাতষট্টি) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন । সভায় কয়েকজন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন । তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয় । পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

- ২০-১১-২০১২ তারিখ চাঁদপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০.০০ মিঃ শুরু হয়ে বেলা ১২.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৯৫(পঁচানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয় । পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- জনঅবহিতকরণ সভা জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ২০-১১-২০১২ তারিখ বিকাল ০২:৩০ মিঃ শুরু হয়ে বিকাল ০৪.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন । বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৪৬(একশত ছেচল্লিশ) জন প্রতিনিধি জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পরিষরদর চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার(ভূমি)বৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পটভূমি, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, অধিক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনা শেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- ২১-১১-২০১২ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান করা হয়। জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফরিদগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁদপুর। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১২৪(একশত চব্বিশ) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয় । পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- ২১-১১-২০১২ তারিখ বিকাল ১৪:৩০ মিঃ থেকে ১৬:৩০ মিঃ পর্যন্ত হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান করা হয়। জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ এমরান হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান । বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ৮০(আশি) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয় । পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

- ২২-১১-২০১২ তারিখ সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে ১৩:০০ মিঃ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য সরবরাহ বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় যোগদান করা হয়। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিত তথ্য সরবরাহ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে তথ্য কমিশনার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়।

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ০৩-১২-২০১২ তারিখে বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত নায়েমের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ১৩৬ তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬০ (একশত ষাট) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

*** উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১,৪২২ (এক হাজার চারশত বাইশ) জন প্রশিক্ষনার্থীগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।*

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম কর্তৃক ২০১২ সালে বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

বগুড়া

⇨ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বগুড়া জেলায় গত ১২/০১/২০১২ তারিখে জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান। বগুড়া জেলার সরকারি ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে তথ্য কমিশনার বগুড়া জেলার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরে তথ্য কমিশনার বগুড়া জেলা প্রশাসকের গ্রাহক তথ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

কক্সবাজার

⇨ ARTICLE 19 এর উদ্যোগে ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার হোটেল শৈবালে ১১-০২-২০১২ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ " এর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সার্বিক তিনটি সেশনে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন ARTICLE 19 এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস তাহমিনা রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিস তাহমিনা রহমান। উদ্বোধনী সেশনে বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, প্রেক্ষাপট ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং অতিথিদ্বয় "তথ্য অধিকারের গান" সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রশিক্ষণ সেশনে ARTICLE 19 এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস তাহমিনা রহমান পরিচিতি ও প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক আইনে তথ্য অধিকারের বিভিন্ন মানদন্ড, সংজ্ঞা, তথ্য প্রদানে ও প্রকাশে কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা, আবেদন এবং অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা প্রদান করেন। তিনি তথ্য কমিশনে কি ধরনের অভিযোগ আসছে তার বর্ণনা এবং অস্পষ্ট অভিযোগসমূহের কথা তুলে ধরেন। তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অস্পষ্ট অভিযোগকারীদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী আবেদন করার জন্য পত্র প্রেরণ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তথ্য অধিকার আইনের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রাসঙ্গিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি Official Secrets Act 1923 এর যে ধারা গুলো তথ্য প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার উর্দ্ধে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩ মোতাবেক সর্বসাধারনকে তথ্য প্রদানের উপর গুরুত্ব দেন। সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হিসেবে সর্বোপরি নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক সাফল্যে নিরলসভাবে ও আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানান। প্রধান এবং বিশেষ অতিথি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম তথ্য অধিকারের ব্যতিক্রম সমূহ এবং আইনের আওতা বহির্ভূত সংস্থা সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তৃণমূলের অভিজ্ঞতা, নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এটি পরিচালনা করেন হামিদুল ইসলাম হিল্লোল। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বস্তুনিষ্ঠ মতামত দেন। প্রধান ও বিশেষ অতিথি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ARTICLE 19 এর উদ্যোগে কক্সবাজার জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বক্তব্য প্রদান করছেন তথ্য সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন

রাজশাহী

⇨ গত ১৩/০৪/২০১২ তারিখে USAID.PROGATI এর সহায়তায় BEI(Bangladesh Enterprise Institute) কর্তৃক রাজশাহী জেলার ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস্ কার্যালয়ে "সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সি এন্ড এজি, দূদক এবং তথ্য কমিশন এর ভূমিকা" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে মাননীয় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এস এম হুমায়ুন কবীর, ভাইস- প্রেসিডেন্ট বিইআই ও মোঃ মসিহ-উল-হাসান, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ রাজশাহী, মঞ্জুর মোর্শেদ, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজশাহী ও সাহাব এনাম খান, সিনিয়র কনসালটেন্ট বিইআই।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং রাজশাহী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় রাজশাহী জেলায় গত ১৩/০৪/২০১২ তারিখে ১৮৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মাননীয় তথ্য কমিশনার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শামসুল হক। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক যেমন- তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, সংজ্ঞা, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য প্রকাশ ও প্রচার; তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের করণীয়; আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি; অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রযোজ্য নয় এমন সংস্থাসমূহও এর ব্যতিক্রম প্রভৃতি বিষয়াদি তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

জয়পুরহাট

⇨ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জয়পুরহাট জেলায় গত ১৩/০৬/২০১২ তারিখে জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন জয়পুরহাট জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব সুভাস চন্দ্র সাহা। জয়পুরহাট জেলার সরকারি ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন এবং প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন। জয়পুরহাট জেলার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরে তথ্য কমিশনার জয়পুরহাট জেলা প্রশাসকের গ্রাহক তথ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

দিনাজপুর

⇨ গত ১৪ জুন ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত একটি জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দিনাজপুর জেলার এসকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার জনগণকে ক্ষমতায়িত করবে। জনগণের ওপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনগুলোকে ভিতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

একই দিনে স্থানীয় এনজিও CDA (Community Development Association) কর্তৃক আয়োজিত দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় "ভূমি অধিকারে-তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতে তিনি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। এছাড়াও আদিবাসী প্রসঙ্গ, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, নারী অধিকার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সর্বোপরি মানবাধিকার বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিডিএ'র নির্বাহী পরিচালক ও মূখ্য সহায়ক জনাব শাহ্ ই মবিন জিননাহ্, স্বপ্না মার্ডি, সাধারণ সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ আদিবাসী নারী পরিষদ, রওশন জাহান মনি, এএলআরডি, ঢাকা, বিরল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বি।

নওগাঁ

⇨ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলায় গত ৩০/০৯/২০১২ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ড. নাজমুন আরা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব তাসমিরাল হক। পরবর্তীতে নওগাঁ জেলার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন

চট্টগ্রাম

⇨ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলায় গত ২৮/১১/২০১২ তারিখে জেলার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৪১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং ২৯/১১/২০১২ তারিখে জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া। এছাড়াও ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ইউসুফ হারুন উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। চট্টগ্রাম জেলার সরকারি ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৩০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দসহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।

*****উল্লেখ্য, ২০১২ সালে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১,৬৪৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।***

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ২০১২ সালে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের তালিকা

• (২৪-১২-২০১২) -বিশেষ অতিথি- "তথ্য অধিকার আইন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্জন" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার: 'তথ্য অধিকার আইনের উপর বক্তব্য উপস্থাপন' আয়োজনে: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) ।

• (২২-১২-২০১২) -সম্মানিত অতিথি- 13 years of Human Rights Summer School (HRSS) "Human Rights and Critically Disadvantage people" বক্তব্য: Use of RTI by Disadvantage people আয়োজনে: ELCOP.

• (২৯-১১-২০১২) -প্রধান অতিথি- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন । আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম ।

• (২৮-১১-২০১২) -প্রধান অতিথি- 'শিক্ষায় সুশাসন ও তথ্য অধিকার আইন' আয়োজনে: গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও ইপসা, চট্টগ্রাম ।

• (১৯-১১-২০১২) -অতিথি বক্তা- 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ' সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: বাংলাদেশ পুলিশ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি ।

• (০৭-১১-২০১২) -অতিথি বক্তা- 'Right to Information Act-2009 আয়োজনে: Bangladesh Police, Detective Training School, CID.

• (৩০-১০-২০১২) -রিসোর্স পারসন- 52th Foundation Training Course: "Right to Information" আয়োজনে: Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC).

• (২২-১০-২০১২) -বিশেষ অতিথি- National Seminar on: "Right to Information" আয়োজনে: BRAC and The World Bank.

• (২০-১০-২০১২) -বিশেষ অতিথি- Campaign on: 'National Farmers' Hearing' & Use of RTI Act-2009 আয়োজনে: Oxfam GB Bangladesh and CSRL.

• (১৮-১০-২০১২) -আলোচক- "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার: অর্জন এবং প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, UNDP. Kingdom of the Netherlands.

• (১৭-১০-২০১২) -সম্মানিত অতিথি- ১৭ অক্টোবর বিশ্ব দারিদ্র্যমুক্ত দিবস পালন উপলক্ষ্যে "২০২১ সালের প্রত্যাশা অর্জনে ইউনিয়নভিত্তিক পরিকল্পনা চাই" শীর্ষক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় 'দারিদ্র বিমোচনে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা' সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন আয়োজনে: প্রত্যাশা ২০২১ ফোরাম ।

• (১৬-১০-২০১২) -বিশেষ অতিথি- সবার জন্য খাদ্য প্রচারাভিযানঃ 'ভেজাল ও রাসায়নিক বিষমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণের পন্থা' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ: তথ্য আইনের ব্যবহারের উপর বক্তব্য উপস্থাপন আয়োজনে: দারিদ্র্য বিরোধী মঞ্চ ।

• (১৫-১০-২০১২) -আলোচক- Workshop on: "Right to Information Act 2009 and practical use": 'তথ্য আইনের ভূমিকা' এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন আয়োজনে: Diakonia Bangladesh Country Office.

• (১৪-১০-২০১২) -অতিথি বক্তা- Training Session: Right to Information Act, 2009 আয়োজনে: Police Staff College Bangladesh.

• (০৭-১০-২০১২) -সম্মানিত অতিথি - Good Governance: Leveraging Initiatives that work to discuss specific governance initiatives that have shown promise in Bangladesh in three thematic areas: Use of IT in tax administration, Use of RTI provisions and Community engagement in anticorruption activities & Role of RTI Act-2009 আয়োজনে: The Cabinet Division of the Government of Bangladesh and The Asian Development Bank.

• (০৫-১০-২০১২) -রিসোর্স পারসন- 'Building Capacities on Indigenous and Tribal Peoples' issues in Bangladesh: Rights and Good Practices': বক্তব্য: 'আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা' আয়োজনে: ILO.

• (৩০-০৯-২০১২) -প্রধান অতিথি-তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

কর্মসূচীর আয়োজন এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় নাটশাল মাঠ প্রাঙ্গনে আয়োজিত আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী কারাম উৎসবে অংশগ্রহণ: বক্তব্য: 'আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা' আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, নওগাঁ এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজশাহী ।

• (২৭-০৯-২০১২) -বিশেষ অতিথি- Roundtable discussion on "Right to Know Day" আয়োজনে: RTI Forum.

• (২৬-০৯-২০১২) -বিশেষ অতিথি- 'তথ্য জানার অধিকার দিবস' উপলক্ষ্যে গোলটেবিল আলোচনা: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন আয়োজনে: তথ্য অধিকার ফোরাম, এমআরডিআই, সিজেএ, বি ।

• (২৪-০৯-২০১২) -আলোচক- 'আদিবাসী ইস্যুতে সংসদ সদস্যদের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ' বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন এবং মতবিনিময় । আয়োজনে: আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস ।

• (২২-০৯-২০১২) -সম্মানিত অতিথি- 'Journey towards a solution of Rohinga Refugee Crisis: A National Consultation on' বক্তব্য : রোহিঙ্গা শরণার্থী পূনর্বিন্যাস/উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা' আয়োজনে: National Human Rights Commission Bangladesh (NHRC).

• (১৩-০৯-২০১২) - সম্মানিত অতিথি- Workshop on: ÒPublic Private Partnership for E-government Capacity Building in BangladeshÓ:' তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর গুরুত্ব উপস্থাপন' আয়োজনে: Bangladesh Public administration Training Centre (BPATC).

• (১২-০৯-২০১২) - সম্মানিত অতিথি- As a Panel Discussion: Promoting Governance, Accountability, Transparency and Integrity: 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে তথ্য আইনের ব্যবহার' আয়োজনে: USAID. PROGATI.

• (১০-০৯-২০১২) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, (সিআইডি), ঢাকা

• (০৪-০৯-২০১২) -অতিথি বক্তা- দুর্নীতি প্রতিরোধেঃ তথ্য ও প্রযুক্তির ভূমিকা এবং তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার আয়োজনে: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ।

• (২৮-০৭-২০১২) -বিশেষ অতিথি- জাতীয় দলিত নারী অধিকার সম্মেলনে দলিত নারীর অধিকার আদায়ে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা আয়োজনে: বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত নারী ফেডারেশন (বিডিইডব্লিউএফ) এবং নাগরিক উদ্যোগ ।

• (১৩-০৭-২০১২) -Key note Speaker- The 16th Parents Day Seminar "The Parents' Role: Key of the Family Value in the 21st Century": 'শিশুদের উন্নয়নে পিতা-মাতার ভূমিকা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগতকরণ' আয়োজনে: Women's Federation for World Peace (WFWP).

• (০৪-০৭-২০১২) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি

• (০৩-০৭-২০১২) -সম্মানিত অতিথি- যৌন হয়রানি নির্মূলকরণে ব্র্যাক আয়োজিত মতবিনিময় সভার আয়োজন আয়োজনে: ব্র্যাক

• (২৮-০৬-২০১২) -আলোচক- 'শিশু সুরক্ষায় করণীয়' আয়োজনে: সেভ দ্য চিলড্রেন

• (১৮-০৬-২০১২) -অতিথি বক্তা- Right to Information Act, 2009 আয়োজনে: Police Staff College Bangladesh, Mirpur-1Kz

• (১৪-০৬-২০১২) -প্রধান অতিথি- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও মতবিনিময় সভা । আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর ।.

• (১৪-০৬-২০১২) -প্রধান অতিথি- দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় "Mass-Mobilization on Right to Land-Women and Right to Information Act" আয়োজনে: স্থানীয় এনজিও CDA (Community Development Association) বিরল, দিনাজপুর ।

• (১৩-০৬-২০১২) -প্রধান অতিথি- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন । আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট ।

• (০২-০৬-২০১২) -রিসোর্স পারসন- 'ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ব্যবহার/প্রয়োগ'শীর্ষক কর্মশালায় "তথ্য কমিশন এর এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী" সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন । আয়োজনে: Association for Land Reform Development (ALRD).

• (২৮-০৫-২০১২) -প্রধান অতিথি- International Day of Action for Women's Health 2012: 'নারী স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য আইনের ব্যবহার' আয়োজনে: LABAID Specialized Hospital.

• (২৪-০৫-২০১২) -অতিথি বক্তা- 'শিশুদের জন্য বিনিয়োগ ও সরকারের অঙ্গীকার' গোল টেবিল আলোচনা আয়োজনে: প্রথম আলো, সেইভ দ্য চিলড্রেন, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি ।

• (২২-০৫-২০১২) -অতিথি বক্তা- Disability Inclusive National Budget 2012-2013 আয়োজনে: The Daily Star

• (২১-০৫-২০১২) -বিশেষ অতিথি- US Policy towards Bangladesh: 'পলিসি সংক্রান্ত তথ্য পেতে তথ্য আইনের ব্যবহার' আয়োজনে: Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS).

• (১৬-০৫-২০১২) -প্রধান অতিথি- ব্র্যাক তথ্য বন্ধুদের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভা । আয়োজনে: কাপাসিয়া ব্র্যাক সেন্টার, গাজীপুর ।

ব্র্যাক আয়োজিত উঠান বৈঠকে কাপাসিয়া উপজেলায় তথ্য বন্ধুদের সাথে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ।

• (১৫-০৫-২০১২) -অতিথি বক্তা- Using Right to Information to Ensure Transparency and Accountability in Public Institutions. আয়োজনে: Bangladesh Enterprise Institute (BEI).

• (১৪-০৫-২০১২) -প্রবন্ধ উপস্থাপক- 'তথ্যের স্বাধীনতা ও তথ্যের দায়বদ্ধতা' বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন আয়োজনে: abnews24.com

• (১৩-০৫-২০১২) -বিশেষ অতিথি- Role of the oversight institutions in Promoting Transparency and Accountability in the Public Institutions. আয়োজনে: Bangladesh Enterprise Institute (BEI). USAID-PROGATI.

• (১৩-০৫-২০১২) -প্রধান অতিথি- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ । আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, রাজশাহী ।

• (২৬-০৪-২০১২) -বিশেষ অতিথি- Women and Girls in Prison and Publications Launch: Of Women Inside and Conflict and Custody: 'কারাগারে নারী শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে তথ্য আইনের ব্যবহার' আয়োজনে: PENAL REFORM INTERNATIONAL.

• (১৯-০৪-২০১২) -প্রবন্ধ উপস্থাপক- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে কার্যকর প্রয়োগে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার আয়োজনে: কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ।

• (১৭-০৪-২০১২) -Keynote Speaker- Right to Information Act, 2009 আয়োজনে: Police Staff College Bangladesh.

• (১১-০৪-২০১২) -Keynote Speaker- RTI and Proactive Disclosure আয়োজনে: Management and Resources Development Initiative (MRDI).

• (০৯-০৪-২০১২) -Keynote Speaker- Budget Advocacy and Right to Information আয়োজনে: Water Aid.

• (০৪-০৪-২০১২ হতে ০৫-০৪-২০১২ পর্যন্ত) -Keynote Speaker- Human Rights. Peoples Right to Land and Food Presentation On: Women's Right to Land: Group Farming & Empowerment & RTI আয়োজনে: NHRC, ALRD, IMSE.

• (১০-০৩-২০১২) -প্রধান অতিথি- নিজেরা করি সংগঠনের ভূমিহীনদের আয়োজনে তথ্য অধিকার প্রাপ্তি আইন এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, উপজেলার গণশুনানীতে অংশগ্রহণ: 'তথ্য আইনের ব্যবহারের গুরুত্বের উপর বক্তব্য' আয়োজনে: নিজেরা করি

• (০৮-০৩-২০১২) -প্রবন্ধ উপস্থাপক- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার আয়োজনে: উইমেন ফর উইমেন।

• (০১-০৩-২০১২) -Keynote Speaker- Formulation of Proactive Disclosure Policy of Local Government Division. আয়োজনে: Bangladesh Enterprise Institute (BEI).

• (২৬-০২-২০১২) -সম্মানিত বক্তা- Role of Community Radio in RTI Promotion. আয়োজনে: Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC).

• (২০-০২-২০১২) -বিশেষ অতিথি- দলিত ছায়া পঞ্চায়েত সম্মেলন: 'দলিত নারীর অধিকার আদায়ে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা ' আয়োজনে: শারি এবং জার্মানভিত্তিক দাতা সংস্থা ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড।

• (১১-০২-২০১২) -বিশেষ অতিথি- ARTICLE 19 এর উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার হোটেল শৈবালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা এবং বক্তব্য উপস্থাপন। আয়োজনে: ARTICLE 19, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার।

• (২৯-০১-২০১২) -বিশেষ অতিথি- শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও শিক্ষকদের মর্যাদা এবং তথ্য আইন অবগতকরণ আয়োজনে: বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক সহাকারী শিক্ষক সমিতি।

• (২৬-০৪-২০১২) -বিশেষ অতিথি- সিলেবাস পুনর্বিন্যাস ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের and মূল্যায়ন: বক্তব্য: 'ইমামগণের কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ'। আয়োজনে: ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

• (১২-০১-২০১২) -প্রধান অতিথি- বগুড়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ, বগুড়া জেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বগুড়া জেলার গ্রাহক তথ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন। আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, বগুড়া, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, বগুড়া।

• (০১-০১-২০১২) -Keynote Speaker- Proactive RTI Disclosure. আয়োজনে: Management and Resources Development Initiative (MRDI).

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

বিহার, ভারত

⇨ অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ১/৩/২০১২ থেকে ৪/৩/২০১২ তারিখ পর্যন্ত The World Bank কর্তৃক আয়োজিত "Conference on RTI Regime in Bihar, India" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্স আয়োজন হয় বিহারের তথ্য কমিশনের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে। কনফারেন্সটি উদ্বোধন করেন বিহার রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী জনাব নিতীশ কুমার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং বিভিন্ন দেশের ডেলিগেটসরা অংশ গ্রহন করেন। উক্ত কনফারেন্সে ড. সাদেকা হালিম 'জনগণের ক্ষমতায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে' প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিহারে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তথ্য কমিশনারদের সাথে আলোচনা সভায় অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

থাইল্যান্ড

⇨ ১৩/০৩/২০১২ তারিখ থেকে ১৭/০৩/২০১২ তারিখ পর্যন্ত UNCC (United Nations Conference Center) ব্যাংকক-এ অনুষ্ঠিতব্য "Conference of Disability Inclusive MDG's and Aid Effectiveness March 14-16, 2012" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

থাইল্যান্ড

⇨ UNITED NATIONS ESCAP কর্তৃক আয়োজিত Group meeting on assessing the integration of the MDG's in National Development Strategies LDCs, LLDCs and sIDS and Way forward Bankok, Thailand" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত Expert Group Meeting এ ড. সাদেকা হালিম MDG সূচক কতটুকু কার্যকর তা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন সার্বিক ব্যবহারের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

২.১১ স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

তথ্য কমিশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সমন্বয়ে জনগনের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে স্ব-উদ্যোগ তথ্য প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম মতবিনিময় সভা ১৩ মার্চ, ২০১২, ১৪ মার্চ, ২০১২ এবং ১৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের জন্য ০৩ টি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের স্ব-উদ্যোগ তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারীকরণ, ওয়েব সাইট উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২য় মতবিনিময় সভা তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ২৫ এপ্রিল, ২০১২, ২৬ এপ্রিল, ২০১২ এবং ০২ মে, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় মতবিনিময় সভা

তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ১৮ জুন, ২০১২, ১৯ জুন, ২০১২ এবং ২১ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনার জন্য ০৩ টি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ০২ আগষ্ট, ২০১২ তারিখ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মতে ০৩ টি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর সমূহ বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

তথ্য কমিশন ও বিইআই এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর ০১-০৩-২০১২, ০৯-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে ১ম ও ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২য় সভায় (ক) ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, (খ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, (গ) সিটিজেন চার্টার আধুনিকায়ণ, (ঘ) স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য তথ্য প্রকাশ নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা

২.১২ তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর "গ্রামীণফোন", "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2I Project" এবং তথ্য কমিশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FUR DIE FREIHEIT (FNF) এর সাথে (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। "গ্রামীণফোন" ও "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কয়েক কোটি গণসচেতনতামূলক মোবাইল মেসেজ তাদের গ্রাহকদের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে বিরাট দায়িত্বপালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2I Project" এবং তথ্য কমিশন এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU)

FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FUR DIE FREIHEIT (FNF) এর সাথে তথ্য কমিশনের Memorandum of Co-operation (MoC) স্বাক্ষর

ক. বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 'গ্রামীণফোন' ঃ

তথ্য কমিশন বেসরকারী মোবাইল কোম্পানী গ্রামীণ ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন এর সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণার কাজ এগিয়ে নিতে MoU স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে গত এক বছরে গ্রামীণ ফোন তথ্য অধিকার বিষয়ক যে সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তা পরিশিষ্ট 'গ' তে দেখানো হলো।

খ. বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 'রবি' ঃ

তথ্য কমিশন বেসরকারী মোবাইল ফোন অপারেটর রবি এর সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণার কাজ এগিয়ে নিতে MoU স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে গত এক বছরে রবি যে সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তা পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেখানো হলো।

২.১৩ তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠন হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

ক. ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি শীর্ষস্থানীয় এনজিও হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। ব্র্যাক শুরু থেকেই Right to Information (RTI) ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কর্মরত আছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করে আসছে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাক শুরু করেছে তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্প।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার কাজ করার জন্য ব্র্যাক Partnership Strengthening Unit (PSU) গঠন করেছে। ব্র্যাক ২০১০ সালে জেলা পর্যায়ে পূর্ণ সময়কালীন District BRAC Representative (DBR) নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় নিয়মিত অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি DBRগণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য ব্র্যাকের পক্ষ থেকে ১০ সপ্তাহ ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিকার আইন বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত থাকে। উক্ত কোর্সে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনারসহ তথ্য কমিশন অফিসের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন। ব্র্যাক ৪৮৫টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদেরকে

তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯ এর উপর এক দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে পার্টনারশীপ স্ট্রেংদেনিং ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে পার্টনারশীপ স্ট্রেংদেনিং ইউনিট এ- অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্র্যাক ২০১২ সালে ২,৩০১টি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে।

নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাক নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনার জন্য সুপারিশ করছে ঃ

- আবেদনকারী তথ্য প্রাপ্তির পর সংগৃহীত তথ্য কি কাজে ব্যবহার করবে তা আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকা।
- ই-মেইলে তথ্য চাইলেও কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরম ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা থাকা।
- সরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও সংবেদনশীল (গোপনীয়) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আইনে ব্যাখ্যা দেয়া ও এ সকল তথ্য প্রদান করা বা না করার সুযোগ রাখা।

সূত্র ঃ 'ব্র্যাক' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

খ. টিআইবি

২০১২ সালে টিআইবি এবং তথ্য কমিশনের যৌথ কর্মসূচী

• ২৮ সেপ্টেম্বর, তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে তথ্য অধিকার ফোরাম ঢাকাস্থ শিশু একাডেমির মিলনায়তনে 'তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইআইডি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ আহমেদ।

• ২৮ সেপ্টেম্বর, তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য মেলা আয়োজন

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে তথ্য অধিকার ফোরাম ঢাকাস্থ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে 'তথ্যমেলা'র আয়োজন করে সরকারি ৮টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৩১টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্য হিসেবে টিআইবি এ মেলার অন্যতম আয়োজক হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রায় দুই সহস্রাধিক দর্শনার্থী মেলার স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় টিআইবি'র স্টল থেকে বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ বিতরণ করার পাশাপাশি জনসাধারণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম পরিচিত করার জন্য তা বিতরণ ও ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

• ৩১ডিসেম্বর ২০১২

মো. শাহআলম চৌধুরীর অভিযোগ নং ৪২/২০১২ এর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের শুনানী কার্যক্রমে পর্যবেক্ষক হিসেবে টিআইবি'র প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত তথ্য মেলার উদ্বোধন

দর্শনার্থীবৃন্দ তথ্য মেলায় তথ্য কমিশনের স্টল পরিদর্শন করছেন

সূত্র ঃ 'টিআইবি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

Report on Joint Initiatives between Information Commission and Manusher Jonno oundation on Implementation of RTI Act 2009

Introduction

The RTI Act 2009 was passed on 29 March 2009. The core objective of enactment of RTI Act is to improve transparency and ensure accountability among all public, autonomous, statutory institutions/organizations and private organizations run by public or foreign fund. After more than three years of enactment of the RTI Act, it has been evident that there is a need for "Authority" to be prepared in line with RTI Act 2009, to promote openness and create an environment for free flow of information. As the entire concept of RTI is a new phenomenon in Bangladesh, so to sensitize government officers regarding the spirit of RTI Act and related issues is an important issues to be considered for effective implementation. . Though the Act has referred that "Authority" should designate one information providing officer to procure, provide, preserve information for public, it has been evident many of the "authority" has not designated the same as of yet due to less publicity. Moreover, there is an apprehension that regular transfer of government officials may slow down the pace of implementation as well as designated officers. To minimize the existing circumstance, to handle a large number of information and its management could be handled if information is given proactively. As per the Act there is provision of upgrading information in establishing network and by publishing annual report to disclose information voluntarily.

Manusher Jonno Foundation (MJF) in collaboration with Information Commission has agreed to organize orientation workshops as both the parties have institutional and technical expertise, experiences and advantages. This joint effort will give emphasize to identify mechanisms for proactive disclosure.

Purpose:

To develop disclosure mechanism for better implementation of RTI Act 2009 as per the Act. To achieve the purpose a common guideline was developed on Annual report and website content considering each ministry context/perspective.

Major Ministries: Three selected Ministries-

(i) Ministry of Women and Children Affairs
a. Department of Women Affairs
b. Jatiya Mohila Sangstha
c. Bangladesh Shishu Academy

(ii) Ministry of Information and its departments
a. Bangladesh Television
b. Bangladesh Betar
c. Press Information Department
d. Press Institute of Bangladesh
e. Department of Films and Publications
f. Bangladesh Film Development Corporation
g. Bangladesh Film Censor Board
h. Bangladesh Press Council
i. Department of Mass Communicationj. National Institute of Mass Communication
k. Bangladesh Film Archive
l. Bangladesh Sangbad Sangstha

(iii) Ministry of Health and Family Welfare
a. Directorate General of Health Services
b. Directorate General of Family Planning
c. National Institute of Population Research and Training
d. Directorate of Nursing Services
e. Transport and Equipment Maintenance Organization
f. Directorate General of Drug Administration
g. Health Engineering Department
h. National Electro-Medical Equipment Maintenance Workshop and Training Centre

Major tasks identified in light of RTI Act

(1) Website updating
(2) Publication of Annual Report and
(3) Development and adaptation of Disclosure Policy/Guideline/Circular
Implemented by: Information Commission and MJF and selected ministries & departments

Period: April-December 2012.

Modalities: To prepare a guideline and ministry wise content of annual report and website series of consultation meeting and workshops with each mentioned Ministry (including attached departments) were undertaken. After the publication of annual report and website up gradation work a sharing meeting with other ministries were done.

Outcome: 25 authorities (including mentioned Ministries and their departments) have upgraded their websites so far. 23 annual reports have been published compliance with the RTI Act from the concerned authorities.

Challenges and lesson: Proactive disclosure can minimize the burden of handling large number of information request. The major challenge of this initiative is to continue the up gradation work and budgetary constraint. The experience of this initiative can be replicated in other Ministries.

সূত্র ঃ 'মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

ঘ. বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই) এর উদ্যোগে এবং ইউএসএআইডি/প্রগতি এর সহযোগিতায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সিএন্ডএজি, দুদক এবং তথ্য কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

তথ্য কমিশন ও বিইআই এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে স্ব-উদ্দ্যোগে তথ্য প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর ০১-০৩-২০১২, ০৯-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে ১ম ও ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয় । ২য় সভায় (ক) ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, (খ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, (গ) সিটিজেন চার্টার আধুনিকায়ণ, (ঘ) স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য তথ্য প্রকাশ নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় ।

সূত্র ঃ ' বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

ঙ. তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা

তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, পানখাইয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি এর উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডের তালিকা

প্রকল্পের নাম: Strengthening Ethnic Communities Access to Information in Bangladesh.

প্রকল্পের মেয়াদ: মে ১২ হতে এপ্রিল ২০১৪

ক্রমিক	প্রধান কার্যালয়	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	পিডিসি (পাড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি) নেতৃবৃন্দের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ToT)	১৮	১৮	৩টি পার্বত্যজেলায় ৬টি করে মোট ১৮টি তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৪০ জন লক্ষ্যভূক্ত গ্রামবাসীকে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হয়েছে ।
০২	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী	১২০	১২০	প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি করে মোট ৬০টি ইউনিয়নে সর্বমোট ১২০ টি স্পটে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে ।

০৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক পথ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনী	৪৫	৪৫	প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে সর্বমোট ৪৫টি ইউনিয়নে তথ্য অধিকার বিষয়ক পথ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে।
০৪	তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনীকরণ শেয়ারিং সেশান ফলোআপ	১০৮০	১০৭০	তিন পার্বত্যজেলায় সর্বমোট ৫৪০ টি পিডিসিতে মাসিক সভায় অনুষ্ঠেয় তথ্য অধিকার বিষয়ক ১০৭০টি সচেতনীকরণ শেয়ারিং সেশন ফলোআপ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
০৫	তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক উপজেলা পর্যায় কর্মশালা	২০	২০	তিন পার্বত্যজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৬	তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা	০৪	০৪	প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্যজেলায় ২টি এবং খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলায় ১টি করে সর্বমোট ৪টি তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
০৭	তথ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষা উপকরণ (IEC material) উন্নয়ন ও বিতরণ	-	-	তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ে তথ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষা উপকরণ (ToT) উন্নয়ন এবং পিডিসি (পাড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি) নেতৃবৃন্দ ও প্রকল্পের স্টেইকহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছবি সম্বলিত পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, ব্রোসিয়ার ইত্যাদি রয়েছে।

সূত্র ঃ 'তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

চ. নিজেরা করি

'নিজেরা করি' এবং ভূমিহীন সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই মূল কর্মসূচীর সাথে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। 'নিজেরা করি' এ পর্যন্ত তাদের কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে ০১ জন এবং মাঠ পর্যায়ের ইউনিট কার্যালয়গুলোতে ৫১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দিয়ে তাদের নাম তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেন। 'নিজেরা করি' ২০১২ কর্ম বছরে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক ০৮ টি কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তবায়নে করণীয় দিকগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে উক্ত কর্মশালাসমূহে নিজেরা করি'র ২০৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য ১২ টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ সকল প্রশিক্ষণগুলোতে তথ্য অধিকার আইন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, নীতিমালা, তথ্য আইনের প্রয়োজনীয়তা, তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার পদ্ধতি, তথ্য আবেদনের ফরম এর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

'নিজেরা করি' ২০১২ কর্মবছরে তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ০৯ টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে 'নিজেরা করি'র মোট ২২৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তবায়নে করণীয় দিক এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করেছে।

এছাড়াও গ্রামের হাট/বাজার, স্কুল প্রভৃতি মুক্ত মাঠে নিজেরা করি'র ভূমিহীন সাংস্কৃতিক দল তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে মোট ৫৩ টি নাটক, গণসংগীত পরিবেশন করে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন এবং তার কার্যকর ব্যবহার ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ২০১২ সালে ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন এর ভিত্তিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য মোট ১১১ টি আবেদন করে।

সূত্র ঃ 'নিজেরা করি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক এর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সকল জেলা ও ০৭টি মন্ত্রণালয় ব্যতীত অবশিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৩.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) এর অন্তর্ভুক্ত না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১২ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৬,৪৭৫টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৩,৯২১টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ৫,৪২৯ টি ও জেলা পর্যায়ে ৮,৪৯২), এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২৫৫৪টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৮৪.৫০% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের হার ১৫.৫০%।

৩.২ সরবরাহকৃত ও অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা

দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৬,৪৭৫টি। তন্মধ্যে ১৫,৭৯৯টি (৯৫.৯০%) আবেদনের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৬৭৬টির মধ্যে ০৯টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা ও সংশ্লিষ্ট কোডে টাকা জমা প্রদানের রশিদ প্রেরণ না করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তবে তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেন নি।

৩.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৪২টি আপীল আবেদন করা হয়েছে এবং ৩৯টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট ০৩ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ সমন্বিত প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন নি।

৩.৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ০১ জন কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত করে কমিশন কর্তৃক ৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ৩১,৮৭,৭৩০/- টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেননি।

৩.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃব গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহযোগিতা করে চলছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্যকরভাবে ব্যবহার আয়োজনেঃ যাচ্ছে। তথ্য মন্ত্রণালয় অধীনস্ত সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি পুস্তিকা

প্রকাশ করেছে। তথ্য কমিশনের লিয়াজোঁ মন্ত্রণালয় হিসাবে তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনকে সকল প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশংসনীয় সহায়তা প্রদান করছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনে জনবল পদায়ন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট অস্পষ্টতা দূরীকরণে মতামত প্রদানসহ নানাভাবে তথ্য কমিশনকে সহায়তা করে যাচ্ছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহও তথ্য কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশনা ও অনুরোধ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কমিশনের কার্যক্রমকে গতিশীলতা প্রদানে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তার অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সকল মন্ত্রণালয় নিজস্ব দপ্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেছে। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রবিধানমালা অধীনস্ত দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রচারের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও হালনাগাদকরণে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। জেলা প্রশাসন তথ্য কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশনা ও বক্তব্য জেলার বিভিন্ন দপ্তরে প্রচার ও অনুসরণের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। তথ্য অধিকার আইনটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের মাঝে প্রচার এবং সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনের বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য কমিশনের প্রকাশনা ও প্রবিধানমালা প্রচারের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ কমিশনকে সহায়তা করে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের সমন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসন কমিশনকে সহায়তা করে থাকে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বেসরকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অনেক সংস্থা জনসাধারণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য অধিকার বিষয়ক গান নাটিকা প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দেশের তথ্য অধিকার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৩.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান না করার কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। ০১-০১-২০১২ থেকে ৩১-১২-২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯১টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কমিশনে দাখিলকৃত অধিকাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রেই তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানীর পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি মাত্র অভিযোগ (নং ২৩/২০১২) এর ক্ষেত্রে কমিশন গত ২০-০৬-২০১২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জরিমানা আরোপ করেছে।

৩.৮. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ বিশ্লেষণ

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। ৩০-০৮-২০১০, ১৪-১২-২০১০ ,৩০-১২-২০১০, ২১-০৩-২০১১, ০৪-০৭-২০১১, ১৯-০৯-২০১১, ১৩-১০-২০১১, ২১-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানীর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

০১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১১-০৩-২০১২, ০৪-০৪-২০১২, ০৬-০৬-২০১২, ০৫-০৭-২০১২, ২৬-০৭-২০১২, ৩০-০৭-২০১২, ২৬-০৯-২০১২, ০৬-১১-২০১২, ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৯৪টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ৯১টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১০৮টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ১০৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০৪টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত ত্রুটি থাকার কারণে পরামর্শমূলব পত্র প্রেরণ করা হয়

- দাখিলকৃত অভিযোগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী দাখিল না করা
- যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করা
- আপীল দায়ের না করেই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা
- কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল না করে শুধু অবগত করা
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন না করে ভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা
- সংশ্লিষ্ট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট না থাকা
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল না করা
- আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকা
- একই রকম অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা
- অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা না থাকা
- অভিযোগের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও প্রয়োজনীয় রিসিট সংযুক্ত না থাকা
- অভিযোগ বিচারাধীন, মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হওয়া
- তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া
- আবেদন সুস্পষ্ট না হওয়া

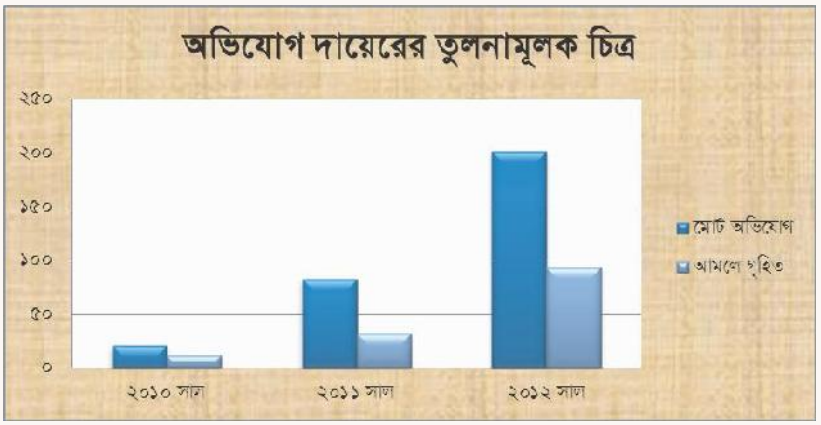

- **২০১২ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের উপর নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো**

ক. অভিযোগকারীর শ্রেণী/পেশা/অবস্থান ঃ

২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ২০২টি অভিযোগের অভিযোগ দাখিলকারীদের মধ্যে সাধারণ জনগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, এনজিওকর্মী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হরিজন সম্প্রদায়, ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহিনী, চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন রয়েছেন ।

খ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের ধরণ এবং যাচিত তথ্যের প্রকৃতি

- খাস জমির তালিকা, খাস জমি বন্দোবস্ত ও উপকারভোগীদের তালিকা, নামজারি, খাজনা, ডিসিআর এবং জমি অধিগ্রহণ, অর্পিত সম্পত্তি, সংক্রান্ত
- চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত
- প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নামের তালিকা এবং সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত
- বাংলাদেশের সরকারী হাসপাতালসমূহের চিকিৎসাসেবা ও পরিচালনা সংক্রান্ত
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং ভর্তি সংক্রান্ত
- উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক সেবা, বরাদ্দ, ব্যয় ও বিতরণের নীতিমালা ও উপকারভোগীর তালিকা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের

- বাংলা একাডেমির বিপণন ও বিক্রয় এর জন্য রক্ষিত ও সংগৃহীত বই, প্রস্তুতকৃত সাহিত্য পত্রিকার মূল্য তালিকা ও সংগ্রহ করার নিয়মাবলী সংক্রান্ত
- পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম, বরাদ্দ ও বিতরণের নিয়মাবলী এবং অনুদান সহায়তা প্রদানের তথ্য
- ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্য
- এলজিএসপি সংক্রান্ত তথ্য
- শিক্ষকদের দেশের বাইরে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের পরিমান
- বাংলাদেশে বলবৎ কপিরাইট আইন(সংশোধন)-২৫৫ এর গেজেট সংক্রান্ত তথ্য
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে নিয়োগ, কর্মরতদের তথ্য
- চাকরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত
- ব্যাংকের ঋণ প্রদান, ঋণ খেলাপী দের তালিকা, তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত
- পৌরসভায় উন্নয়ন কাজ, ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত
- উন্নয়ন কাজের মূল্য তালিকা, মতামত ও প্রাক্কলন সংক্রান্ত
- বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও কমিটি সংক্রান্ত তথ্য
- তথ্য কমিশনের আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য সংক্রান্ত
- দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারী বরাদ্দ সংক্রান্ত
- বীমা পলিসি সংক্রান্ত
- মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য
- পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত
- পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, কর নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত
- টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রান্ত
- টেকনিক্যাল অফিসারের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত
- গ্রাম আদালত সংক্রান্ত
- রুগ্ন শিল্পের ঋণ ও সূদ মওকুফ ও ভর্তুকি সংক্রান্ত
- ইট ভাটা সংক্রান্ত তথ্য
- নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলার তথ্য
- ২০১২ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভূক্তকরণ সংক্রান্ত
- মহাসড়ক নির্মাণ ও মেরামত, ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য
- যমুনা নদীর ড্রেজিং সংক্রান্ত
- বিভিন্ন পরীক্ষার নম্বর প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত
- সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত
- পাসপোর্ট সংক্রান্ত
- ওয়াক্ফ এস্টেট সংক্রান্ত
- থানায় দায়েরকৃত চুরি/ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত
- বাংলাদেশ রেলওয়ের কমিউটার ট্রেন, লীজ সংক্রান্ত তথ্য
- নিবন্ধিত সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য
- বৈদ্যুতিক ডিজিটাল মিটার ক্রয় এবং বৈদ্যুতিক বিলের কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য
- ছাত্র ছাত্রীদের উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য
- নদী ভাঙ্গন সংক্রান্ত তথ্য
- ক্রীড়া সামগ্রী সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি

গ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত বিভিন্ন অভিযোগসমূহের (২০১১-২০১২সাল) পরিসংখ্যান

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এপ্রিলে প্রথম নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই আইনের লক্ষ্য- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দূর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করা। তথ্য অধিকার আইন সার্বিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের জন্য আছে আবেদনকারী ও সরবরাহকারী। তথ্য কমিশন ২০০৯ জুলাই থেকে কার্যক্রম শুরু করে। প্রারম্ভেই অবকাঠামো, প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণায় বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ এবং মতবিনিময় সভার কার্যক্রমও চলতে থাকে। জনঅবহিতকরণ সভায় ব্যাপক ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরই ফলাফল স্বরূপ তথ্য কমিশনে ২০১০ সাল থেকে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে তথ্য পেতে বঞ্চিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করা শুরু হয়। কোন আবেদনকারী তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঞ্চিত হলে এবং কমিশনে অভিযোগ দিলে আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করার সব প্রয়াস কমিশন নিয়ে চলছে। নিম্নে উল্লেখিত ছকে অভিযোগের ধরনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। **(রচিত ঃ অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)**

দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের ধরন (২০১০-২০১২) সাল

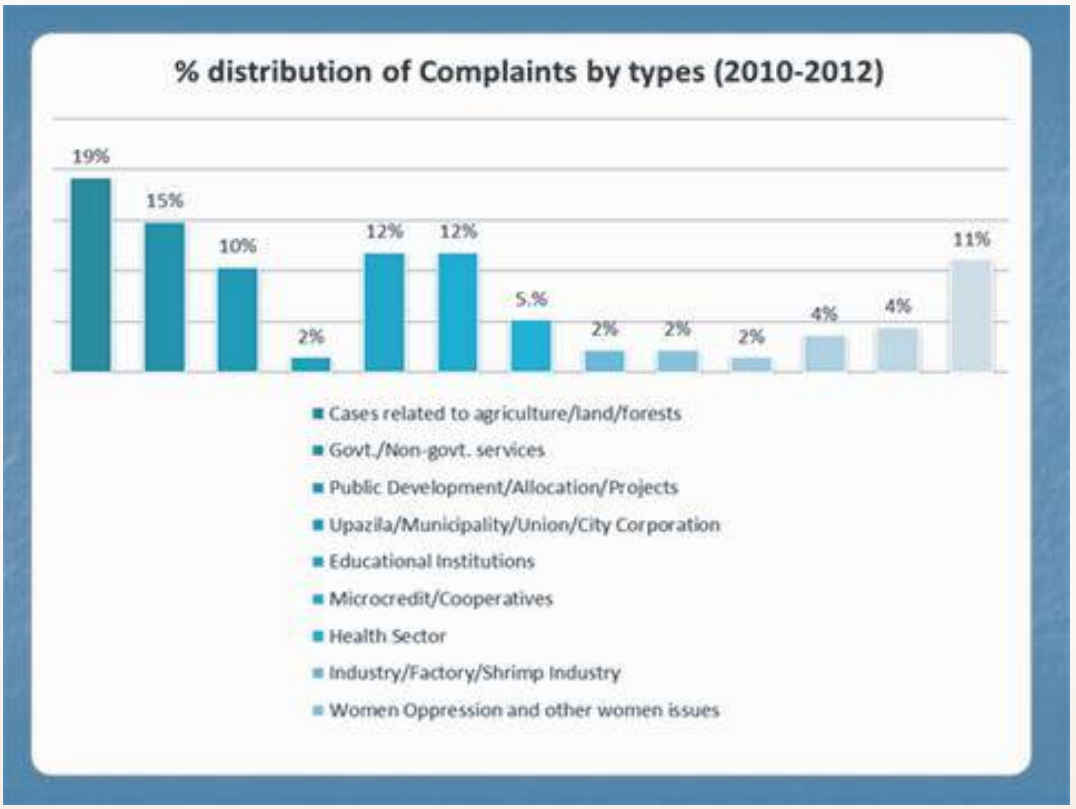

তথ্য কমিশনে ২০১০-২০১২ পর্যন্ত ১৩৫টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ অভিযোগ এসেছে ভূমি সংক্রান্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (ওয়াক্ফ সংক্রান্ত তথ্য এবং উপজেলা ভূমি অফিসে আবেদনকৃত ভূমি সংক্রান্ত তথ্য) না পেয়ে বঞ্চিত হয়ে প্রায় ১৯%। এরপর আছে সরকারী বেসরকারী সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ (১২%) শিক্ষা ক্ষেত্রে দূর্নীতি এবং সুবিধাদি সংক্রান্ত অভিযোগ (১২%) এবং বেসরকারী সংগঠনের ঋণ ও সমবায় থেকে তথ্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত অভিযোগ (১২%)। এ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য অভিযোগ (১০%) পাওয়া গেছে সরকারী প্রকল্পে কি পরিমাণ বাজেট প্রদান করা হয়েছে সেই সংশ্লিষ্ট। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সেবা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে অভিযোগ (১১%) এবং স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত অভিযোগের সংখ্যা প্রায় (৫%)। প্রয়োজনীয় সরকারি সুবিধা না পাওয়া ব্যাংক বীমা এবং রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যা (৪%), নারী নির্যাতনের তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করেছে এমন সংখ্যা হচ্ছে (২%), শিল্প সংক্রান্ত অভিযোগ (২%), প্রভিডেন্ট ফান্ড সংশ্লিষ্ট (২%)। তথ্য কমিশনের দাখিলকৃত অভিযোগগুলির সিংহভাগই আসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে। আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৮ জন নারী আছেন। এছাড়াও রয়েছেন সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট, পরিবেশকর্মী, এনজিওকর্মী, ছাত্র, চাকরিচ্যুত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন। *(রচিত: অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)*

ঘ. তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের মাত্রা (২০১০-২০১২) সাল

উপরিউক্ত ছকে প্রতীয়মান যে তথ্য অধিকার আইনের চর্চায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশনে অভিযোগের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ছকটিতে লক্ষ্যনীয় যে ২০১০-২০১১ সালে অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ শতাংশ এবং ২০১১-২০১২ সালে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অভিযোগ বৃদ্ধির কারণ হলো তথ্য কমিশনের জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন যেমন: রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য ফাউ-শন, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিও এদের সহযোগিতায় অভিযোগ প্রদান করে চলেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিযোগের সংখ্যা এখনো সীমিত। বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে এ আইনের সুফল ভোগ করতে পারছে না। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পর থেকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আবেদনকারীদের মৌখিকভাবে তথ্য প্রদানের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এ ব্যতীত ৬৪টি জেলায় front desk এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় মৌখিকভাবে জনগণকে তথ্য প্রদান করে চলেছে এবং তথ্য কমিশনকে অবগত করছে। **(রচিত: অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)**

ঙ. অভিযুক্ত দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতি

২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ২০২টি অভিযোগের মধ্যে ১৭০ টি সরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৩২টি অভিযোগ আধা-সরকারী/বেসরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে। সরকারী দপ্তরের মধ্যে ১৫টি অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, ৯৬টি অভিযোগ জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বিরুদ্ধে, ৪৮টি অভিযোগ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ১১টি অভিযোগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

চ. অভিযোগপূর্ব আপীল ও অপারগতার নোটিশ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুসারে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে অপারগতার নোটিশের মাধ্যমে তা অবহিত করবেন। অপারগতার নোটিশ পেলে অথবা যাচিত তথ্য যথাসময়ে না পেলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন দাখিল করবেন। তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় কয়েকটি অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার অন্তর্ভূক্ত হওয়ায়, সাব-জুডিস হওয়ায় ও তথ্য না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অপারগতার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং কিছু আবেদনকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

ছ. অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তি

২০১২ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় ২০২ টি অভিযোগের মধ্যে ৯৪ টি আমলে গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৪৬.৫৩% । আমলে গ্রহণকৃত ৯৪টি অভিযোগের মধ্যে ৯১টি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে । ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এবং আইনের প্রক্রিয়া যথাযথ অনুসরণ না করায় ৫৩.৪৭% অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয় নি ।

২১-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

২৬-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

৩০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য উপস্থাপন করছেন ।

৩০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীতে শপথ পাঠ

৩১-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

জ. আমলে গৃহীত না হওয়া আবেদনের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

আমলে না নেয়া ১০৮টি অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক মোট ১০৪টির ক্ষেত্রে অভিযোগ আমলে না নেয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শমূলক পত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দাখিল না করায় খারিজ করা হয়েছে।

ঝ. বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদনও রয়েছে অভিযোগসমূহের মধ্যে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই সরকারী দপ্তরে তথ্যের জন্য। সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অধিকাংশ অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করা। জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্বচ্ছ ও ত্রুটিপূর্ণ ধারণা রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন উল্লেখ করে এবং যথাযথ ফরমে আবেদন দাখিল করার পর কতিপয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌক্তিক বা অন্য কোন কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে অপারগতার নোটিশ প্রদান ও আবেদনকারীকে অবহিত করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.৯ একই আবেদনকারী কর্তৃব একের অধিক অভিযোগ দায়ের (২০১১-২০১২) সাল

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	কতটি
জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার লৌহজং, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ।	৭ টি
ঐ	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	
ঐ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	
ঐ	সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	
ঐ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	
ঐ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	
ঐ	সহকারী কমিশনার (ভূমি), লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	
লক্ষণ কুমার রায়, দরিনারিচা হরিজন কলোনী, ঈশ্বরদী, পাবনা।	অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও থানা কমান্ডেন্ট, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা	৭ টি
ঐ	অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ঈশ্বরদী, পাবনা	
ঐ	উপজেলা সমবায় অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা	
ঐ	অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর, ঈশ্বরদী, পাবনা	
ঐ	অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ঈশ্বরদী, পাবনা	
ঐ	উপজেলা মৎস্য অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা	
ঐ	সহকারী পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঈশ্বরদী, পাবনা	
উৎপল কান্তি ঘীসা, বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩, ব্লক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা।	৫ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা।	

ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।	
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	
রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি	৪ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি	
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি	
ঐ	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	
নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস, বড় স্টেশন রোড হরিজন চৈতন্য পল্লী, কুষ্টিয়া।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা /নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া	৩ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুষ্টিয়া চিনিকল, জগতি, কুষ্টিয়া।	
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা /মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া।	
জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি	৩ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি।	
ঐ	ভূমি কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।	
জনাব অরূপ রায়, সাভার উত্তরপাড়া (সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট সংলগ্ন মনিরের বাসা), পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার, জেলাঃ ঢাকা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলাঃ সাভার, ঢাকা।	৩ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা।	
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলাঃ ধামরাই	
আলাউদ্দিন আল মাছুম, ৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভূমি কার্যালয়, গুলশান সার্কেল, ঢাকা	৩ টি
ঐ	ঐ	
ঐ	ঐ	
মোঃ আব্দুল হাকিম (বনকর্মী), গ্রাম ঃ বলিয়ার কাঠি, পোঃ-চাখার, উপজেলা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল।	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	৩ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	
ঐ	উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	
মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বাড়ি নং-৯১/এ (২য় তলা), বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএ, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০১৫।	২ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনতা ব্যাংক লিঃ, টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০	

প্রদীপশশী চাকমা, গ্রামঃ মনাটেক, ডাকঘর ও থানাঃ মহালছড়ি, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্র্যাক, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।	২ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।	
আব্দুল মোমিন, গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	২ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	
জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন, বি-৫ (৫ম তলা), আরশীনগর, দরগা রোড বাইলেন, সিরাজগঞ্জ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ (সওজ), সিরাজগঞ্জ	২ টি
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ	
মোঃ লুৎফর রহমান, গ্রাম- বেলাব মাটিয়াল পাড়া, পোঃ- বেলাব বাজার, থানা- বেলাব, জেলা- নরসিংদী।	উপ পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।	২ টি
ঐ	উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চলতি দায়িত্ব ও তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।	
নাসিম আহমেদ, বাড়ী নং-৮, ফ্ল্যাট-বি, রোড নং-১৯, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	২ টি
ঐ	লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ৪র্থ তলা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	
জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী, তায়েফ এন্টারপ্রাইজ, ১২৪(ক) আইনজীবী ভবন, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম-৪০০০।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য প্রদান ইউনিট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম	২ টি
ঐ		
মোঃ আমিনুল হক আমিন, রেদওয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ৯৭ নং মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট (২য় তলা), থানাঃ দারুস সালাম, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।	জেলা সমবায় অফিসার-ঢাকা (নিবন্ধক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ) ও তথ্য সরবরাহকারী কর্মকর্তা, জেলা সমবায় কার্যালয়, সমবায় ভবন (৩য় তলা), প্লট-এফ/১০, আগারগাঁও, সিভিক সেন্টার, ঢাকা-১২০৭	২ টি
ঐ	ঐ	
জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক, এমডি, এলিট ল্যাম্পস্ লিঃ, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	মহাব্যবস্থাপক, শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২ টি
ঐ	ঐ	

তথ্য কমিশনার অধ্যাপব ড. সাদেকা হালিম কর্তৃব উপরিউক্ত ছকটি প্রাপ্ত অভিযোগ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত।

* বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং সঠিব তথ্য না পেয়ে একই আবেদনকারী পুনরায় অভিযোগ দাখিল করছেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন আবেদনকারীদের সঠিক তথ্য লব্ধে উৎসাহিত করে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে চলেছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষবে চাহিত তথ্য- তথ্য অধিকার আইনের ধারা মোতাবেক দিতে নির্দেশ প্রদান করে চলেছে।

[তত্ত্বাবধানে: অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার, সহযোগিতায়ঃ মুন্না রানী শর্মা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মিজানুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর।]

৩.১০ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা।	সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা।	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা।	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান।
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা	৩৩৩৪	৩৩৩০	৪	২	২	৩৪৬/-
২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১২৬৩	১২৬১	০২	-	-	১২,৪৯,০০০/-
৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২২৩	২২৩	-	-	-	৬,৬২,৯৫০/-
৪.	অর্থ মন্ত্রণালয়	১৯৩	১৫৭	১৭	০৪	-	১২০/-
৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬২	৫৮	০৪	০৪	০৩	১৮০/-

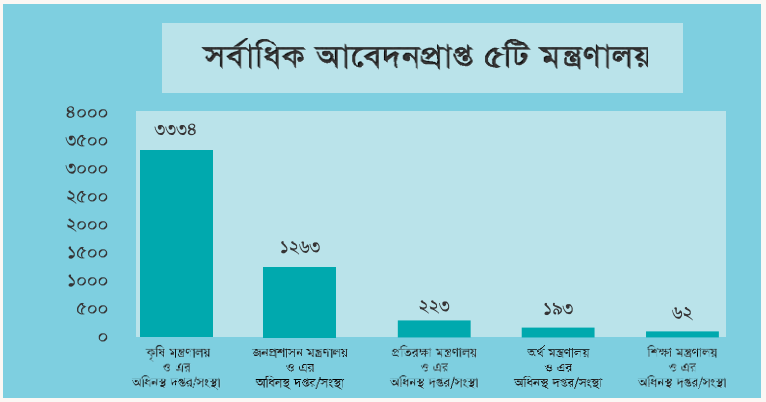

৩.১১ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং।	জেলার নাম।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা।	সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা।	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান।
১	কুমিল্লা	৪৫৯৭	৪৫৮০	১৭	০	৩২৫২
২	যশোর	১০৬৪	১০৬৪	০	০	০
৩	সিলেট	৭৪৬	৩৩৯	৪০৭	১	১৪৫৪০
৪	সাতক্ষীরা	৬২১	৬২১	০	০	০
৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪২৫	৩৭৫	৫০	০	৫০
৬	রাজশাহী	১৪২	১৩৮	৪	০	০
৭	রংপুর	১২৩	১২৩	০	০	১০২০০
৮	গাজীপুর	১২১	১০৮	১৩	১	১০০
৯	বগুড়া	৬৮	৬৭	১	৩	৫৩০০
১০	ফরিদপুর	৪১	৪১	০	০	১৮

৩.১২ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি এনজিও

ক্রমিক নং।	কর্তৃপক্ষের নাম।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা।	সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা।	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা।	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান।
১.	ব্র্যাক	২৩৫০	২৩০১	৪৯	০১	০১	-
২.	প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক লিমিটেড,কাপাসিয়া, গাজীপুর	১৮০	১৮০	-	৯৫০/-	-	-
৩.	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	১২	১২	-	-	-	-
৪.	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ	০৪	০৪	-	-	-	-
৫.	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা	০৪	০৪	-	-	-	-

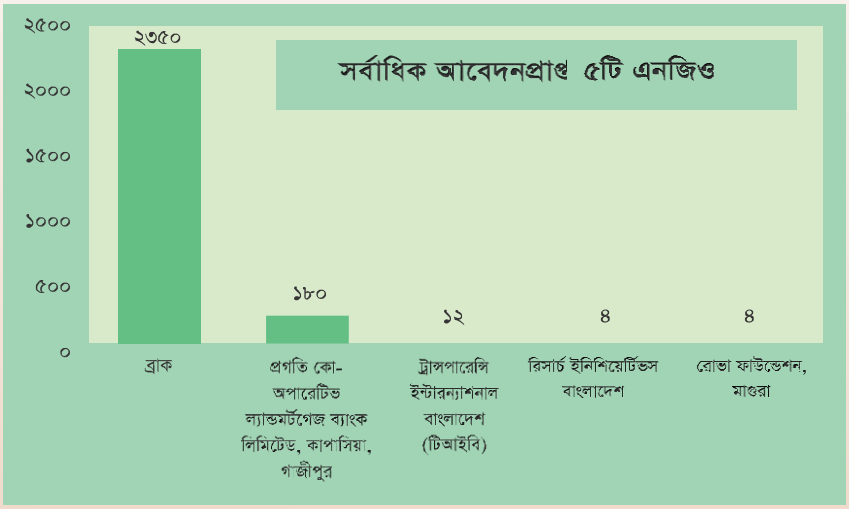

৩.১৩ তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-০১ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেলেন প্রশিকা কর্মী মেটলি চাকমা।

বেসরকারী সংস্থা প্রশিকার প্রাক্তন কর্মী মেটলি চাকমা, পিতা-মৃত কালীরতন চাকমা, গ্রামঃ উত্তর খবংপড়িয়া, ১ নং ওয়ার্ড, পোঃ ও থানাঃ খাগড়াছড়ি, জেলাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ২৩-০৭-২০১২ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আই/১-ব, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব গোলাম ফারুক খান এর নিকট ১৭-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালার কপি, প্রশিকার সাবেক কর্মী মেটলী চাকমা কর্মী নং-১২১৫৫ এর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি এবং মেডিকেল ভাতাখাতে সঞ্চিত অর্থ যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে না সেই সিদ্ধান্তের কপি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নামের তালিকা (পদবীসহ) ও উল্লিখিত অর্থ পাবার ব্যাপারে গত অক্টোবর, ২০১১ সালে জিইপি ডাকযোগে প্রেরিত তাঁর আবেদনের বিষয়ে প্রশিকা কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিনা এবং যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সেই সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করেন। আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে উল্লিখিত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করেন। কিন্তু আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট হতেও পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তিনি কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৫৪/২০১২ নং অভিযোগ হিসেবে ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। জনাব ড. জাহারাবী রিপন, পরিচালক, প্রশিকা প্রতিপক্ষ হিসেবে শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ জনাব ড. জাহারাবী রিপন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকাকালীন অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন এবং তিনি এ পদে যোগদান করার পর এ সংক্রান্ত কোন নথিপত্রও পাননি। তাই তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তবে তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়ে এ সম্পর্কিত তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

অভিযোগকারীর প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে প্রদানপূর্বক এবং তার আর্থিক দাবিদাওয়া নিষ্পত্তি করে, তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. জাহারাবী রিপন কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২৪,১১৫/=

মাধ্যমে ২৭-

কেস স্টাডি-০২ঃ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদান না করায় জরিমানা করা হলো মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে।

অভিযোগকারী, জনাব আব্দুল মোমিন, পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান, (সাংবাদিক, প্রথম আলো), গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ ১৩-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর নিকট ***২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরসহ বর্তমানে পরিচালিত কাবিখা, কাবিটা, সাধারণ টিআর ও বিশেষ টিআর সহ সকল ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রকল্পের নামের তালিকা; প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত চাল, গম বা টাকার পরিমাণ*** সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি ২০-০৩-২০১২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪(১)(২)ধারা অনুযায়ী আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন

প্রতিকার না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(২)(৩) ধারা অনুযায়ী ২৬-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দিন

অভিযোগকারী শপথগ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাবলী তিনি প্রস্তুত করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আবেদনকারী অফিসে তথ্য নিতে আসবেন এবং তখন তিনি সংরক্ষিত তথ্যগুলো প্রদান করবেন। তিনি কেন তথ্য সংরক্ষণ করে আবেদনকারীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করেননি কমিশনের এ প্রশ্নের কোন যুক্তিসংগত জবাব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করতে পারেননি। আপীল কর্তৃপক্ষ ও জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পড়েছেন কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে জনাব মোঃ আঃ বাছেদ আইনটি পড়েননি বলে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ শপথগ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি অভিযোগকারীর আপীল আবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০-০৩-২০১২ তারিখের জেপ্রমা/ত্রাণ-২০/২০০৮/১২/২১৬ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সংশ্লিষ্টপক্ষগণের বক্তব্য ও উপস্থাপিত নথি পর্যালোচনান্তে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সাটুরিয়া উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আঃ বাছেদ কর্তৃক আবেদনকারীর তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি লঙ্ঘন। কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পরবর্তী ০৪ (চার) দিনের মাঝে অর্থাৎ ২৪.০৬.২০১২ তারিখ বা তৎপূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের বিষয়টি আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ কে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর অপরাধ গুরুতর, তথাপি, কমিশনের নিকট তিনি দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১)(খ)(ঙ) ধারা অনুসারে সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তথ্য কমিশনের রায় ঘোষণার পর সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) অনুযায়ী রায়ে উল্লিখিত জরিমানার ৫০০/= টাকা ১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেন।

কেস স্টাডি-০৩ঃ বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজী মাধ্যম এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভূক্তিকরণে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা প্রদান ঃ

অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ, আইন শাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ১৯-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবরে ২০১২ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ জানতে চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি ২৭-০৩-২০১২ তারিখে ডাকযোগে সচিব, শিক্ষা

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২৭/২০১২ নং অভিযোগ হিসেবে ১৮-০৭-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে কমিশনের ট্রাইব্যুনালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হক খান উপস্থিত হন কিন্তু অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ শুনানীতে অনুপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের ট্রাইব্যুনালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হক খান উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-১০ হতে ০১-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য সংগ্রহ করে ০৭-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করেছেন। অভিযোগকারীকে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য জানানো হলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এছাড়াও অভিযোগকারীর ই-মেইলে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে ইংরেজী মাধ্যম এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমেও তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

এর ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে তথ্য অধিকার আইন এর নির্বাচিত অংশ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে, যা ২০১৩ সালের শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদান শুরু হয়েছে।

বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজী মাধ্যম এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভুক্ত করা হলে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীগণ আইনটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে দ্রুত এর সুফলতা লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৩.১৪ এনজিও কর্তৃব সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার (কেসস্টাডি ও অন্যান্য রিপোর্টসমূহ)

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ও জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, রিইব, নিজেরা করি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩.১৪.১ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তথ্য কমিশনের সহায়তায় এবং স্বতন্ত্রভাবে নানা ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উক্ত সংস্থাটি তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠায় এনজিও আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আইন বাস্তবায়নে এনজিওসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। আইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের মাবে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় তথ্য অধিকারের বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনসাধরণের মাঝে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরিতে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া সংস্থাটি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটির সাফল্যের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কেস স্টাডি-১

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন পূর্বব খাস জমিতে প্রবেশাধিকার পেল ভূমিহীন দলিত পরিবার

জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে সমুন্নত করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ঘোষণা এবং তথ্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের বুকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আইনটি পাশ করতে যে সকল সংগঠন মাঠ পর্যায়ে দাবি আদায়ে জনঐক্য গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে পরিত্রাণ দলিতদের দ্বারা পরিচালিত দলিতদের মানবাধিকার উন্নয়নে কর্মরত অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংগঠন। সংগঠনটি ২০০৬ সাল থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশানের সহযোগী সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতার কারনে, জনগণের

কেস স্টাডি-১

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন পূর্বক খাস জমিতে প্রবেশাধিকার পেল ভূমিহীন দলিত পরিবার

জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে সমুন্নত করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ঘোষণা এবং তথ্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের বুকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আইনটি পাশ করতে যে সকল সংগঠন মাঠ পর্যায়ে দাবি আদায়ে জনঐক্য গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে পরিত্রাণ দলিতদের দ্বারা পরিচালিত দলিতদের মানবাধিকার উন্নয়নে কর্মরত অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংগঠন। সংগঠনটি ২০০৬ সাল থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশানের সহযোগী সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতার কারনে, জনগণের

তথ্য জানার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশানের নিকট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে দলিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার, সেবাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির কৌশল হিসাবে সরকারী গেজেটের আওতায় নির্দিষ্ট তথ্য আবেদন পত্রের মাধ্যমে তথ্য জানা ও তা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কাজে লাগানোর জন্য মণিরামপুর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ৩২ টি দলিত কম্যুনিটির ৪৮০ জন নারী পুরুষকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশান ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ধারনা প্রদান করেন। নিজেদের পেশার পরিচয়ের কারনে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানবেতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষরা কখনও উপলবিদ্ধ করতে পারেনি সমাজে আর ১০ জন নাগরিকের মত সমমর্যাদা নিয়ে বসবাস করার অধিকার তাদেরও আছে এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের গৃহীত সেবা গ্রহণের অধিকারও আছে। পক্ষান্তরে ভূমিকা পালনকারীদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দলিতদের জন্য সেবাসমূহে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করাটাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এহেন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে সরকারী সেবাসংক্রান্ত তথ্য জানা ও সার্বিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে কম্যুনিটির উন্নয়নে কাজে লাগানোর বিষয়টি পরিত্রাণের একদল তরুণ কর্মীবাহিনী চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেন। ২০০৯ সাল থেকে প্রকল্প কর্মএলাকায় প্রতিবছর তথ্য জানার অধিকার দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমানুষকে সরকারী সেবায় অন্তর্ভূক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। কম্যুনিটির সমস্যা নিরুপণ পর্যায়ের একটি সময়ে ৩২টি কম্যুনিটি থেকে উঠে আসে খাসজমিতে অত্র উপজেলার দলিতদের অভিগম্যতা নাই বললেও চলে বলে প্রতিয়মান হয়। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়, প্রতিবারই নেতাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায় কিন্তু নির্বাচনের পর দলিতদের কথা আর নির্বাচিত জননেতাদের মনে থাকে না। ভোজগাতি ঋষি পাড়ার তৃপ্তি দাসের মা অঞ্জলি রানী বলেন, *"আমাগি কপালে নেই, শুনে থাকি সরকার নাকি গরীবিগে জমি দেয়' কই, আমাগি পাড়ায় প্রায় ৩৩টি ঘরের কোন জাগাজমি নেই! আমাগিদির কেউ খেয়াল করে না"*। নিজেদের ভূমিহীনতার কথা এভাবে প্রকাশ করেন। দলিত পাড়ায় ভূমিহীনদের এ রকম আকুতির জায়গা থেকে উপলব্ধি করে পরিত্রাণ ৮টি ইউনিয়নে দলিত পাড়াগুলোতে ভূমিহীনদের একটি তথ্যতালিকা তৈরি করেন। এদিকে ৩২ কম্যুনিটিভিত্তিক দলের উদ্যোগে সংশ্লিষ্টইউনিয়নে কি পরিমাণ বিতরনযোগ্য খাসজমি আছে তা জানতে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নির্ধারিত ফরমে আবেদনও করেন। এক পর্যায়ে কাঙ্খিত তথ্য না পেয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা উপজেলা ভূমি অফিসে ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পুন:আবেদন করেন এবং কাঙ্খিত তথ্য লাভ করেন। অত:পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরেজমিন প্রদর্শন করে অধিকাংশ ভূমিই বেদখল হয়ে আছে বলে হতাশ হয়ে পড়েন। এ সময় পরিত্রাণ ও উপজেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রচেষ্টায় তাদের বিচ্ছিন্নতার কারন, উক্ত সেবা পেতে কি ধরনের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে একটি ধারনা পত্র প্রণয়নপূর্বক উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি অ্যাডভোকেসী সভার আয়োজন করা হয় গত ১০ জুন/১২ তারিখ এ। সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দলিতদের এই পরিসেবা থেকে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি উপলব্ধি করে আগামী দুই মাসের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি পরিবারকে খাসজমি বিতরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এবং প্রশাসনের উদ্যোগে বেদখলীভূমি দখলমুক্ত করে খাসজমি বিতরণ করা হবে বলে জানান। অত:পর কম্যুনিটি গ্রুপ সম্মিলিত হয়ে ২১ টি ভূমিহীন পরিবার থেকে খাসজমি পাওয়ার জন্য লিখিত আবেদন করেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিশ্ব তথ্য জানার অধিকার দিবস যৌথভাবে পরিত্রাণ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে র‍্যালি, গণ সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, নাটক ও জারিগান পরিবেশিত হয়। এ সময় উপজেলা প্রশাসন দলিতদের তথ্য জানার মাধ্যমে খাসজমিতে অভিগম্যতা প্রাপ্তির বিষয়টি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে আবেদনকৃতদের মধ্য হতে কমপক্ষে ৫টি পরিবারকে প্রায় ১ বিঘা খাসজমি বিতরণের জন্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি পুন:নিশ্চিত করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে উক্ত দলিত পরিবারগুলিকে খাসজমি চূড়ান্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পরিবর্তনের যুগে দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকার বিষয়টি যতটা না বাস্তবতার সম্মুখিন করছে ততটাই সময়ের সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠার লড়াই-এ সকল ভাগ্যাহত দলিত মানুষ সংগ্রামকে আলিঙ্গন করছে হাসিমুখে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে।

বিকাশ দাশ

উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী, পরিত্রাণ

Annex-2: Case Study

Farmer gets free fertilizer using RTI Act, 2009

Publicity of RTI related issues

Infolady Ambiatul Liza provides different services to benificiaries of various groups at different villages of Ghagra union under Purbadhola upazilla of Netrokona district. She operates 11 groups of 6 categories of which one such farmer group is at Meghshimul village. One day she was delivering her lessons through video contents regarding the free distribution of fertilizer and GRTR. In the session, the farmers asked the Infolady some questions regarding the RTI act. The Infolady told them that every citizen of Bangladesh have the right to get information using RTI act 2009. She also informed them that they can apply to any government and nongovernment organization for any information using the prescribed form. For better understanding of the issue, Liza exemplified that the farmers can

acquire information regarding how to get fertilizers without any cost by using the act. The participant farmers of the session were happy to learn about the act.

In the next session, farmer Rahmat Ali sought help from the Infolady to apply for information regarding the procedures of getting free fertilizer using RTI act 2009. Infolady Liza advised Rahmat Ali to go to the Upazilla Agricultural Officer.

Application for information with the help of Infolady

Farmer Rahmat Ali described her sufferings to Infolady Liza. He told her that he had 3 sons and 2 daughters. The daughters are elder and he was unable to support them to continue their studies. Rahmat Ali had a little amount of agricultural farm land and he was struggling to grow better crops for shortage of money. So, he was badly in need of free fertilizers. In this stage, the farmer requested Infolady Liza to help him making the application. The Infolady made an application by Rahmat Ali to Upazilla Agricultural Officer by which he requested the officer to provide him with the information regarding the procedures to get free fertilizer. Rahmat Ali and Infolady Liza visited the upazilla agricultural officer the next day. The upazilla agricultural officer received the application and told them the eligibilities and procedures to get free fertilizer.

Outcome of the application

Infolady Liza discovered that Rahmat Ali possesses all the required eligibility to get fertilizer as subsidy. So, she made another application by Rahmat Ali by which he requested the Agricultural Officer to sanction free fertilizer for him. The Agricultural Officer received the application and after asking some question to Rahmat, he requested them to contact with him in the next week. The next week when Rahmat Ali visited the Upazilla Agricultural Officer, he sanctioned a card for Rahmat Ali which can be used to get free fertilizer.

Impact of the card

The card changed the livelihood of Rahmat Ali. He is dreaming to grow more crops using government subsidy. Rahmat Ali is also inspiring other farmers to avail government services using RTI act 2009.

RTI-2009 Act prevailing us to acquire the GO and NGOs facilities

Soibali Mrong(45), w/o Bhaskor Sku (49) is a member of the Bolorampur forum and the forum consist of 31 members and it has formed in 2009. She is an active member of the forum. She has two sons; elder son named Sangrak(22) is reading in diploma and youngest son named Santuno (18) is reading is HSC and one daughter named Zanira (16) is reading

in class eight. On the other hand, the Bolorampur is a nearest village of the Dhobaura *upazila* sador, it is almost 1.5km from *upazila* and 55km northeast from Mymensingh district. The children of the village are involved with study and they are very regular in study.

Soibali is a housewife and she is involved with the agriculture activities e.g. homestead and vegetable gardening and her husband is related to the NGO level job. Therefore, it is create an opportunity to her to work with the forum. The forum members received training on Leadership, Human rights and good Governance, Advocacy and Lobby, Legal awareness and Mediation these are produced them to make solidarity, unity and confidence. RTI Act has been discussed in the meeting during 2009 and 2010 as a regular agenda of the forum, which is offer to the Soibali to use the RTI Act.

Soibali discussed with the forum members for using the RTI Act and primarily she applied to the AC land to understand the process of registration dated on 03/04/11 and received the information from AC land as black and white, which is discussed to the forum members to follow for land registration. Accordingly, she applied five times to Tribal Welfare Association, Livestock Department, Fisheries Department, Agriculture Department and Union *Parishad* and received information related to the stated Departments. She disseminated the received information to the forum members and used to get the facilities from the related Departments. Accordingly, she communicated to the related department for acquiring the facilities. She organized to move to related Departments as 10-20 Forum members at a time for making pressure to the related Department, which is a unique work to the forum members to acquire the facilities. She availed to complete eights mutation of the forum members at the AC land, received 10 VGF cards for the poorest women of the Forum from union *Parishad*, received vaccine from Livestock Department for the Forum members, enlisted the poor students for stipend from Tribal Welfare Association and also received subsidies from Fisheries Department. The forum members also help her for acquiring the facilities through the RTI Act.

An overview of Soibali is furnishing application to Union Parisahd according to RTI Act

Now it is a regular work of Soibali and she enjoy it and said "**RTI-2009 Act prevailing us to acquire the GO and NGOs facilities**"

সূত্র ঃ 'মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন' কর্তৃব *প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী*

৩.১৪.২ ব্র্যাক

কেস স্টাডি- তথ্যই শক্তি

ময়মনসিংহ জেলার কাকচর গ্রামের মিনারা বেগম একজন অতি দরিদ্র মহিলা। পারিবারিক জীবনে তিনি প্রতিনিয়ত আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ভোগেন। মিনারা তার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ইদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারের ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প (Social Safety Net Scheme) ২০১১-২০১২ মেয়াদকালের জন্য কাকচর গ্রামের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি শামসুন নাহারের কাছে যান। সুযোগসন্ধানী শামসুন নাহার মিনারাকে একটি ভিজিডি কার্ডের আশ্বাস প্রদান করে তার কাছ থেকে ভোটার আইডি, ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ মিনারার জন্য একটি ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ করে। শামসুন নাহার মিনারার কার্ডটি নিজের কাছে রেখে দিয়ে সুযোগ-সুবিধসমূহ ভোগ করতে থাকেন এবং মিনারাকে জানান যে তার নামে কোন ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ হয়নি। এরই মাঝে মিনারা ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় পল্লী সমাজের সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমাবেশে গিয়ে তিনি ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের তথ্যবন্ধু কুলসুমের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হন। মিনারা তথ্য অধিকার আইনের তথ্যবন্ধু কুলসুমের কাছে ভিজিডি কার্ড পওয়ার জন্য সহায়তা চান। কুলসুমের উপদেশ ও সহায়তায় মিনারা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাছ থেকে ২০১১-২০১২ মেয়াদকালে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দকৃত ব্যক্তিদের তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পান। তারপর মিনারা এবং কুলসুম একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যান। চেয়ারম্যানের আন্তরিক সহযোগিতায় ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে তিনি ভিজিডি কার্ডের সুযোগ-সুবিধাসমূহ গ্রহণ শুরু করেন। ভিজিডি কার্ড বাংলাদেশ সরকারের একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প কর্মসূচি (Social Safety Net Scheme)। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, ভূমিহীন এবং মহিলাপ্রধান পরিবার ভিজিডি কার্ডের প্রধান সুবিধাভোগী। একজন ভিজিডি কার্ড গ্রহীতা প্রতিমাসে সরকারের কাছ থেকে রেশন (খাদ্য) গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিন উন্নয়নে তাদের তথ্য অধিকার সচেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি বিশ্ব ব্যাংকের সহয়তায় কাজ করছে।

সূত্র ঃ 'ব্র্যাক' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

৩.১৪.৩ রিসার্স ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)

রিইব তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীবাহিনী তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে। তাদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কিছু কেস স্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

RTI কেস স্টাডি- ২০১২

১. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ জনগণই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না তাই তারা এই সুবিধাগুলো নিতে পারেন না। আবার অনেক সময় বিশেষ করে সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি হতে পারেন বা নানা উটকো ঝামেলা হতে পারে এই চিন্তা করে অনেকে এসব সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হন না।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে বা আদৌ আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী উদ্যোক্তারা তেমন কিছুই জানেন না। তাই একদিন নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী কামরুন নাহার ইরা তার গণগবেষণা দলের আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেয়া নারী উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন যাবত নানা উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকলেও কখনো কোন সুযোগ-সুবিধা পাননি। তাই বিস্তারিত আলোচনা করার পর স্পষ্টভাবে জানার জন্য স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা ফেরদৌসী বেগম তথ্য আবেদন করার আগ্রহ পোষণ করেন।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার নয়া টোলা (পশু হাসপাতাল সংলগ্ন), সাহান রোড এলাকার অধিবাসী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফেরদৌসী বেগম, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কি কি ধরনের ঋণ সুবিধা দেয়া হয় তার নীতিমালার ফটোকপি পেতে চেয়ে স্থানীয় রূপালী ব্যাংক এর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্য আবেদন করেন ২৬.০৯.২০১১ তারিখে। তথ্য আবেদন পাওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠান ০১.১০.২০১১ তারিখে এবং আবেদন করার কারণ

জানতে চান। আবেদনের কারণ জানার পরে উক্ত কর্মকর্তা চাহিদাকৃত তথ্য প্রদান করেন এবং সরাসরি কোন আমানত ছাড়াই তাকে ঋণ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন।

। আবেদনের পর

। এতে যেমন

।

এই তথ্য আবেদনের ফলে নারী উদ্যোক্তাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তারা এখন নতুন পরিকল্পনা ও নতুন প্রকল্প নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে ব্যাপক সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। যদিও এর আগে তারা সেসব নিয়ে তেমন ভাবতে পারতো না। কারণ নারীদের উদ্যোগ গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার যে এভাবে নামমাত্র সুদে/চার্জে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে তা তাদের কারোরই জানা ছিল না। তাই তারা অনেক আগে নানা উদ্যোগ নিলেও আর্থিক সংকটের কারণে তেমন একটা এগুতে পারছিলেন না। এই ধরনের উদ্যোক্তাদের সহায়তার মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারিভাবে বর্তমানে অনেক ধরনের সহায়তামূলক কার্যক্রম থাকলেও তার ব্যাপারে তাদের বাস্তব ধারণা ছিল না। তাই তারা এতদিন ধরে নিজেদের সংকট উত্তরণের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই তথ্য আবেদনের ঘটনা তাদের সে রাস্তা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে গণগবেষণা দলের কয়েকজন সদস্য ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা নিয়ে নিজেদের ব্যবসার সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই এ ধরনের তথ্য আবেদন করে অন্যরাও নিজেদের উদ্যোগ সফল করে তুলতে পারেন।

২. তথ্য আবেদনের মাধ্যমে প্রশিকার সাবেব কর্মী শিক্ষক দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ লাভ

দয়াময় চাকমা ৮ বছর চাকুরী করার পর প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বিধি মোতাবেক পদত্যাগ করেন ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। চাকুরীকালীণ সময়ে বেতন থেকে বেসিক ১০% কেটে রাখত এছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি মিলে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে তার সর্বমোট পাওনার পরিমাণ ১,৫০,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা)। উক্ত পাওনা টাকা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধ করার কথা জানানো হয়েছিল। উক্ত সময়ে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয়েছিল যে, নির্ধারিত তারিখে টাকাগুলো প্রদান করা যাচ্ছে না। কখন দেওয়া হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। তারপরও হাল ছেড়ে না দিয়ে অনেক যোগাযোগ করে দয়াময় প্রথম কিস্তি হিসেবে মাত্র ২৫,০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) লাভে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকাগুলো কখন বা কত তারিখে দেওয়া হবে তার কিছুই প্রশিকা'র হেড অফিস থেকে জানানো হয়নি। তাই হতাশ হয়ে সে ধরেই নিয়েছিলো যে অবশিষ্ট পাওনা টাকাগুলো হয়তো আর কখনো পাওয়া যাবে না।

এরইমধ্যে ৫ টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ২০১২ সালের শুরুতে দয়াময় এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারে প্রশিকার অপর একজন প্রাক্তন কর্মী তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) ব্যবহারের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ পাওনা লাভে সমর্থ হয়েছেন। কিছুটা অশাবাদী হয়ে তিনি তথ্য অধিকার কর্মী রিপন চাকমার সহায়তায় তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমে প্রশিকা হেড অফিসে আবেদনের চিঠি পাঠায়। প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালা এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রশিকার সাবেক কর্মী দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তবলী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পদবী সহ নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়।

আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশিকা কর্তৃপক্ষ চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে। কিন্তু তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় দ্বিতীয় দফায় আইন অনুযায়ী আপীল করেন দয়াময় চাকমা। প্রশিকা কর্তৃপক্ষ আপীল পাওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অবশিষ্ট পাওনা বাবদ ১,২৫,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা) টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনুরোধ করে। সে অনুযায়ী ঢাকায় এসে চেক এর মাধ্যমে তার সমুদয় পাওনা টাকা গ্রহণ করেন দয়াময়। যে টাকা পাওয়ার আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো তা দুটি আবেদনের মাধ্যমে ফিরে পেয়ে সে অভিভূত হয়ে যান এবং ভাবে এমন আইন ও কি সম্ভব যার মাধ্যমে কতৃপক্ষের দুর্নীতি তো ধরা পরবেই আর সাথে সাথে জনগণও তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারে।

৩. তথ্য অধিকার কর্মীদের কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়িতে জনৈক প্রধান শিক্ষব কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেবে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের ঘটনার অবসান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের অর্থ আদায়ের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এক পর্যায়ে বিষয়টি স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মীদের আমলে এলে সেটার ব্যাপারে কি করা উচিত তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দৃষ্টিগোচর করা দরকার বলে তারা মত প্রকাশ করেন। তারপর একদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসে তথ্য আবেদন জমা দিতে গেলে এই ধরণের অনিয়মের বিষয় নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের লোকজনের সাথে তথ্য অধিকার কর্মীদের (রিপন, মিলন) আলোচনা হয়। তখন শিক্ষা অফিসের লোকজন বিষয়টি দেখবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেন।

গত ২৫/০১/২০১২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক নেটওর্য়াকিং সভার আয়োজন করে। সেই সভায় উপজেলা শিক্ষা অফিস, আলো, জাবারাং মহিলা কল্যাণ সমিতি, তৃণমূল, ব্র্যাক, আনন্দ ও পাড়া-ট্রাস্ট সহ প্রভৃতি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সভায় তথ্য অধিকার আইন ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (খাগড়াছড়ি সদর) জানান, তিনি তার অধীনস্থ এক প্রধান শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা ফি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফেরত দিতে বলেন। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকও ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফি বাবদ অতিরিক্ত নেওয়া অর্থ (সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদানের সময় প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা হারে নেওয়া হয়) ফেরত দিতে বাধ্য হন। তিনি আরো জানান, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এখন যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে যে কোন সময় এই অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে তথ্য আবেদন হতে পারে। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়লে নিজের এবং প্রধান শিক্ষকের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই সে ধরণের পরিস্থিতি এড়াতে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানান। তিনি মনে করেন, তথ্য আবেদন করার কারণে এখন সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরী হতে শুরু করেছে। এখন সবাই সজাগ হচ্ছে। যার ফল দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ থাকবে বলে আশা করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য আবেদন করার কারণে সরকারী অফিসে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন।

৪. নানা ধরনের হয়রানিমূলব প্রশ্নের পরে তথ্য প্রদানের আশ্বাস

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে গত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রাবন্তী রায় এর কাছে তথ্য চেয়ে বিদর্শণ চাক্মা আবেদন করে। চলতি অর্থবছরে উৎসব অনুষ্ঠান খাতে কত টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে, আদিবাসীদের চিরাচরিত বৈ-সা-বি (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু) উৎসব পালনে কি পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয় তার ব্যয় ভাউচার সহ আপদকালীন খাতে কত টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে ও কাদের দেয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয় । তার প্রেক্ষিতে গত ১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখে চিঠির মাধ্যমে আবেদনের বিষয়সমূহ স্পষ্টকরণের (আবেদন নাকি অস্পষ্ট ছিল) লক্ষ্যে ২৭.০৮.১২ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সে অনুযায়ী রিপন চাকমাকে সাথে নিয়ে বিদর্শণ চাক্মা উক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হন। সেদিন কর্মকর্তা প্রথমে আমাদের দুইজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন। একপর্যায়ে তিনি বিদর্শণ চাক্মার বয়স, পিতার নাম, কোথায় চাকরি করেন, কোন পদে চাকরি করেন, ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। এতে বিদর্শণ চাক্মা অস্বস্তি বোধ করেন এবং সাথে সাথে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন তথ্য নিতে এসে তার এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া অযৌক্তক। তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের জানান যে, তিনি নাকি তথ্য কমিশনার সাদিকা হালিম'কে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনারা এটা কেমন আইন বানিয়েছেন? আবেদন করতে জানে না তারপরও এমন সব লোক আবেদন করতে আসে"। বিদর্শণ চাক্মা এবার এইচ এস সি পরীক্ষায় খারাপ করার কথা জানালে উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তখন মন্তব্য করে বলেন, এত ছোট বয়সে জনগণের কথা ভাবলে ফেল তো হবেই। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য আবেদনকারী বিদর্শন চাকমাকে পরামর্শ না দিয়ে বিদ্রুপ করে কথাটি বলেছেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে কি করা হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । আর এই আইন কোথা থেকে শেখানো হচ্ছে? কে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তখন রিপন চাকমা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর আরটিআই প্রকল্পের একজন এনিমেটর হিসেবে পরিচয় দেন। এরপর তিনি রিপন কি কাজ করেন তা জানতে চান। এর জবাবে রিপন বলেন, এই আইনকে ব্যবহার করা এবং অন্যজনকে এই আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ

করা এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখিয়ে দেয়া। তখন তিনি মন্তব্য করে বলেন, "কই লোকজন তো সচেতন হচ্ছে না। তোমরা ছাড়া কেউ তো আমার এখানে আবেদন করতে আসে না"। এটা সময়ের ব্যাপার বলে রিপন তার জবাব দেন। তিনি আরো বলেন, "দেখবেন, আগে পরে আপনার অফিসে অসংখ্য আবেদন আসতে শুরু করেছে"। সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন শুধু তার অফিসে দেয়া হয় কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। এর উত্তরে শুধু তার অফিসে নয়, খাগড়াছড়ি সদরের প্রায় প্রত্যেকটি অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে জানানো হয়। তখন আবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের ঘটনাও জানানো হয়। যেমন: দুইজন প্রশিকা কর্মীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওয়া, হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা লাভ, ব্র্যাক সদস্যদের সঞ্চয় টাকা ফেরত পাওয়া, ইত্যাদি। এসব জানার পর এক পর্যায়ে তিনি থমকে যান। আর কোন প্রশ্ন না করে তিনি চাহিত তথ্য সরবরাহ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

৫. একটি তথ্য আবেদন; অত:পর জিয়া হল ক্যান্টিন চালুর মাধ্যমে ছাত্রদের দুর্বিষহ ভোগান্তির অবসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হল ক্যান্টিন প্রায় তিন মাস যাবত বন্ধ থাকায় ছাত্রদের খাবার সমস্যার বিষয়টি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ কারণে অনেক ছাত্র হল ছেড়ে মেস ও সাবলেটে উঠতে বাধ্য হন। হল কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর ছাএলীগের অনিয়মের কারণে ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যায় বলে জানা যায় যার ফল ভোগ করতে হয় হলের সাধারন ছাত্রদের। সাধারন ছাত্ররা এই অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেননি। কারণ এর ফলে তাদের হল ছাড়তে হতে পারে, নয়তো কর্তৃপক্ষের কিংবা ছাএলীগের রোষানলে পড়তে হতে পারে। গত জুলাই (২০১২) মাসে গণগবেষণা দলের সভায় জিয়া হল ক্যান্টিনের এই সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। তাতে সকলে মিলে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর জিয়া হল ক্যান্টিন যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বন্ধ করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ আবার চালু করা হবে তার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। আইন অনুযায়ী ২০ কার্যদিবস এর মধ্যে আবেদনের জবাব/উত্তর দিতে বাধ্য থাকলেও ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী মো: শামীন হোসেন'কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোন করেন এবং তাকে অফিসে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকায় শামীন গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। তাই অফিসে দেখা করা সম্ভব নয় বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন। তিনি ফোনে বিস্তারিত আলাপ করেন এবং হল ক্যান্টিন বন্ধ রাখার ব্যাপারে লিখিত কোন সিদ্ধান্ত নেই বলে শামীনকে জানান। এজন্যে তিনি শামীন এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে হল ক্যান্টিন চালু করা হবে বলে আশ্বস্ত করে বলেন। অত:পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলর দিন অর্থাৎ গত ২৮-০৮-২০১২ তারিখে গণগবেষণা দলের কয়েক জন সদস্যকে নিয়ে শামীন জিয়া হল ক্যান্টিন পরিদর্শনে যান। তখন ক্যান্টিন চালু করার ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে 2009 আয়োজনে: মান যাচাই করতে সেদিন নিজেরাও দুপুরের খাবার খান এবং কয়েক জন ছাত্রের সাথে কথা বলেন। তারা বুঝতে পারেন, খাবারের মান আগের থেকে অনেক ভাল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তথ্য কর্মী হিসেবে শামীন নিজে খুব গর্ববোধ করার কথা জানান। তিনি আরো বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করল তথ্য অধিকার আইন তথ্য পাওয়ার একটি কার্যকর মাধ্যম এবং নাগরিকের প্রতিবাদের একটি শক্ত হাতিয়ার।

৬. তথ্য আবেদনের পর বাড়ীতে জবাব প্রেরণ

গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য সরকারি পশু পালন কর্মকর্তারা কোন প্রকার ফি এবং ওষধের দাম নিতে পারেন কিনা? গত ২০১০-২০১২ অর্থবছরে সৈয়দপুর উপজেলায় মোট কতটি গরু -ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে? উক্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে সরকারিভাবে কত টাকা আয় ও ব্যয় হয়েছে ? এবং একই অর্থবছরসমূহে (২০১০-২০১২) সৈয়দপুর উপজেলায় পশু চিকিৎসা বাবদ বিনামুল্যে বিতরনের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্ধ এসেছে তার তালিকার কপি পাওয়ার জন্য ***রাজু দাস*** নামে স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের এক মুচি গত ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে আবেদন করেন। আবেদনটি রেজিষ্টার ডাকযোগে উপজেলা প্রাণী সর্ম্পদ কর্মকর্তার অফিসে পাঠানো হয়। আবেদন পাঠানোর ১৮ দিন পর উক্ত অফিসের একজন বাড়ীর সামনের দোকানে মুন্না ও রাজুদাস'কে চিনেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। তখন দোকানদার কি হয়েছে তা জানতে চায়লে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য জানতে চেয়ে তাদের আবেদন করার প্রসঙ্গ উথাপন করেন। তখন দোকানদার মুন্না দাস'কে ডেকে দেন। মুন্না দাস আসলে তিনি উপজেলা প্রাণী সর্ম্পদ কার্যালয় হতে তার আগমনের কথা জানান এবং তথ্য প্রদানের বিপরীতে তাকে মূল্য পরিশোধ করার কথা জানিয়ে দেন। তখন মুন্নাদাস বলেন, আপনি তো মোবাইলে এই বিষয়টি জানাতে পারতেন। এর জবাবে উক্ত কর্মকর্তা মোবাইল করার জন্য সরকার তাদের কোন বিল দেয়না বলে জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আপনাদের তথ্য আবেদনের জবাব নিয়ে এসেছি স্বাক্ষর করে নেন। এরপর রাজু

দাস'কেও তথ্য গ্রহণের জন্য ডাকতে বলেন। তখন রাজু দাস'কে স্কুল থেকে ডেকে এনে আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়। তখন উপস্থিত সকলের মাঝে উক্ত কর্মকতা বলেন আমাদের অনেক কাজ ছেড়ে আপনাদের বাড়ী আসতে হয়েছে। এখন এলাকার লোকজন ভালভাবে বুঝতে পারছে যে, এক সময় সরকারি অফিসে রবিদাসদের ঢুকতে দেয়া না হলেও এখন বাড়িতে এসে তারা আবেদনের তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছে।

৭. সম্মানের সাথে সঞ্চিত টাকা ফেরত পাওয়া

ব্র্যাক অফিস খাগড়াছড়িতে সঞ্চয় টাকা ফেরতের বিষয় নিয়ে ব্র্যাকের একজন সদস্য তথ্য আবেদন করেন। আবেদন পত্র পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার কর্মী রিপন চাকমাকে ফোন করে বলেন, "আবেদন করার কি দরকার ছিল, আপনি আবেদন ছাড়াই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি তার পাওনা মিটিয়ে দিতে পারতাম!" উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী আর রিপন চাকমা'র বাড়ি একই এলাকায় হওয়ায় তিনি রিপন চাকমাকে ফোন করেন। এতে দেখা যায়, আগে যেখানে সঞ্চয় টাকার জন্য গেলে অনেক দিন ঘুরাতো আজ সেই জায়গায় অনেক কম সময়ে এবং সম্মানের সাথে সঞ্চিত টাকা ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্যরা ফেরত পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এক কালের অসম্ভব কাজ এখন খুব সহজেই হয়ে যাচ্ছে। এতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারি বেসরকারি অফিসের কার্যক্রমে অনিয়ম দূর হচ্ছে।

৮. তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতা অনুধাবন

পশ্চিম বেল পুকুর ইউনিয়নের লক্ষা পাড়ার মমতা নামের এক অল্প বয়সী বিধবা মহিলা গত মাসে পর পর তিন দিন (১৫, ১৬ ও ১৭/৮/২০১২ তারিখে) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অফিসে যান- তার নামে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের ঋণ বরাদ্ধ প্রদানের কথা শুনে। এজন্যে গ্রামে যে কমিটি হয়েছিল তার সদস্যরাও তাকে অফিসে যেতে বলেছিলেন। তাই ঋণ পাবার আশায় তিনি পর পর তিন দিন উক্ত অফিস যান। যদিও প্রতিবারই তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ফলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান । কারণ ঋণ লাভের জন্য তিনিও অন্যদের মত সঞ্চয় দিয়েছেন। ঘটনার একপর্যায়ে তিনি রাস্তায় কমিটির সভাপতির দেখা পান এবং বিষয়টি জানার জন্য তাকে আটকে ফেলেন। এই নিয়ে সেদিন পাড়ায় দারুন হৈ চৈ বেধে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে স্থানীয় তথ্য কর্মী কামরুন নাহার ইরা সেখানে উপস্থিত হন। ঘটনার বর্ণনা শুনে তিনি তখন মমতাকে এর সঠিক তথ্য জানার জন্য অফিসে তথ্য আবেদন করতে বলেন। কারণ তথ্য পেলেই তবে তার নামে কোন ঋণ বরাদ্ধ হয়েছে কিনা তা জানা যাবে। তখন উপস্থিত সকলে ইরা'র পরামর্শ সঠিক বলে রায় দেন এবং কিভাবে তথ্য আবেদন করতে হয় তার প্রশ্ন তোলেন। এ সময় ইরা তাকে সহায়তা করার আশ্বাস দেন এবং তথ্য অধিকার আইন দেশে কেন হয়েছে তার ব্যাপারে ধারনা দেন। তিনি বলেন, এই আইন অনুযায়ী দেশের যে কোন নাগরিক সরকারের যে কোন অফিসের কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলে সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য জানাতে বাধ্য। এসময় তিনি তথ্য আবেদনের ফরম সবাইকে দেখান এবং পূরণ করে দেওয়ার কথা বলেন। তখন মমতাকে শুধু সই করলে হবে বলে আশ্বস্ত করেন। এরপর মমতাকে নিয়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসে যাওয়ার কথা বলেন। আবেদন জমা দিলে আজ বা কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে তখন সকলকে অবগত করেন। ফরম পূরণ করার সাথে সাথে কমিটির সভাপতি সকলের কাছে মাফ চেয়ে বলেন, "আমি ভুল করেছি। মমতা যে সঞ্চয় দিয়েছে তা আমি জমা দিই নাই। ওর নামে কোন ঋণও হই নাই। দয়া করে আপনি এই ফরম পুরণ করে নিয়ে যাবেন না। তখন পাড়ার ছেলেরা আরো ক্ষেপে যায় এবং কমিটির সভাপতি খালেকুজ্জামানকে মারতে সকলে উদ্যত হয়। তখন অন্যরা সবাই মিলে ছেলেদের থামিয়ে সভাপতির কাছ থেকে মমতার টাকা উসল করে দেন। এরপর পরিবেশ শান্ত হয়। ফলে সেদিন তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতার ব্যাপারে লোকজন বুঝতে সক্ষম হন!

৯. কৃষকদের সারের বাড়তি দাম ফেরত পাওয়া

২৬/৮/২০১২ তারিখে ভূমিবন্দর উপজেলার হাসিমপুর গ্রামে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে এক হাট সভা হয়। উক্ত সভায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় হয়। এতে অন্যদের সাথে তথ্য কর্মী কামরুন নাহার ইরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কৃষকদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ধারণা দেন। তার কাছে কৃষকরা তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনে ইউএনওর কাছে আবেদন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণটা হল- গত ২২/৮/২০২ তারিখে বাজারে বস্তা প্রতি সারের দাম ছিল ১০২৫ টাকা। আর রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন পরের দিন তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ টাকা ধার্য্য করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে মাথায় হাত উঠে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই দেশে এই আইন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তখন অনেকে এর কারণ জানার জন্য

তথ্য আবেদন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। তখন কৃষকদের মধ্যে সাহেদ আলী, নজির উদ্দিন, খালেক মিয়া ও সানাউল হক আবেদন করবেন বলে জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল ও সবুজ নামের দুই ইউনির্ভাসিটি ছাত্র তাদের তথ্য আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন যা পরের দিন ইউএনও অফিসে জমা দেন। আবেদনের পাওয়ার পরে ইউএনও আবেদনকারীদের ডেকে পাঠান। তারপরে যারা বেশি দামে সার কেনার রসিদ দেখাতে পেরেছেন তাদের বাড়তি টাকা সার বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদার করে দেন।

সূত্র ঃ 'রিসার্স ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

৩.১৪.৪ নিজেরা করি

নিজেরা করি মূলত গ্রামীণ পর্যায়ে দরিদ্র নারী ও পুরুষদের চেতনায়ন ও ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও যুক্ত করেছে। নিজেরা করি তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন পৌঁছে দেয়া ও এ আইনের ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

Case study:

A story of the struggle for information, an inspiration for the marginalized

The complaint hearing by Right to information commission

Introduction

Although information is said to be available to all, obstacles still exist when the poor and marginalized in Bangladesh try to obtain basic information. Despite all the obstacles, there are some individuals who possess the determination to realize their right to information. This case study highlights the story of one such individual who, with the support of Nijera Kori and the landless, was able to obtain his required information.

Mostafa Qari

The Right to Information (RTI) Act, 2009 was implemented to establish accountability and transparency the society, specifically to safeguard people's right to information. Although the Act has great potential, the bureaucracy behind the procedure is a big impediment for its effective implementation. Mustafa Qari's case, detailed below, depicts the hardships of acquiring information through the RTI Act.

On the 20th of February 2012, Mostafa Qari, on behalf of the landless groups, requested Assistant Commissioner (Land), for the following information:

1. The list of landless people in Charmohiuddin and Charbagga mouja in Chorojboli Union of Shubornochar Upazilla, Noakhali.

2. The meeting minutes (from 2002 to 2011) of land distribution committee of Shubarno char Upazilla.

Background:

When changes in the flow of the river lead to emergence of land in regions like Noakhali, it takes seasons of harvests to make it cultivable. During that period, landless groups commonly take control of the infertile land and work on it, until it turns gradually blooms into a fertile and liveable land. Unfortunately, powerful people from the district cities tend to grab the land as soon as it is cultivable, either through bribing government officials or making fake documents. Mostafa Qari and the members of the landless group faced same experience. That is why they applied for the above mentioned information to justify the

Assistant Commissioner (land)

claims on the land by other parties, namely the local influential persons.

According to RTI Act (2009) the application was addressed to Kamrul Ahsan Talukder, AssistantCommissioner (Land), Shubarnochar (Noakhali) and the designated information officer to receive the application on required information from the applicants.

But he rejected the application without any valid justification. Qari, on behalf of the landless group, although disheartened by the rejection, decided to send an appeal application to a senior officer, the Deputy Commissioner (DC), Noakhali.

However he didn't get any answer from the office of DC and finally Mostafa Qari and his group took the matter to the office of Information commission Bangladesh in Dhaka. They submitted a complain application (No.46/2012) against Assistant Commissioner (Land), of Shubarnochar, Noakhali.

The Information Commission of Bangladesh responded to the complaint application within 75 days through a notice, where the information commission stated it had arranged for a hearing where both parties were to be present.

The complaint hearing:

Mostafa Qari received a notice from the office of Information commission Bangladesh directing him to be present in the hearing that would held on 18 September 2012. Both parties took part in the hearing and responded to the interrogation conducted by the officials of Information Commission. Two staffs of Nijera Kori and three members from the landless groups of Noakhali were present at the hearing session as observer.

The landless group members

The acting chief information commissioner, M.A Taher and information commissioner Professor Sadeqa Halim conducted the session. At first Mustafa Qari was told to present his complaint. In his testimony, Mostafa Qari presented evidence that the information officers, both the AC land and the DC, had been ignoring Mustafa Qari's request for:

1. The list of landless people in Charmohiuddin and Charbagga mouja in Chorojboli Union of Shubornochar Upazilla, Noakhali.

2. The meeting minutes (from 2002 to 2011) of land distribution committee of Shubarno char Upazilla.

Mostafa Qari complained that he didn't get any information from these two offices. He further added that these two offices also failed to give him any direction to get desired information from possible sources.

After Qari's testimony, the AC (land) was asked to deliver his explanation. Kamrul Ahsan Talukder, AC (land) said that he did not have enough information to provide to Mustafa Qari. When he was questioned why the available information was not provided to Qari, Talukder said that he had sent some information through a letter by post but it probably failed to reach Qari. When the interrogating information officers asked why Qari was not informed over the phone, Kamrul Ahsan Talukder failed to provide any answer.

In the verdict, it was declared that the copies of the resolutions had to be provided and the applicants must settle down the expenditure for preparing the information (making photocopy etc.) within 5 working days.

Learning Points/Experiences

The case of Mostafa Qari and the landless group suggests that collective approach plays important role in obtaining the desired information. The key lessons that Mostafa Qari as well as the landless people have learnt are:

Firstly, they have learnt to fight collectively to earn their own rights. Although gaining the information would only enable them to begin their actual investigation to achieve what they intend to, it has taught them to stand against any form of discrimination or power exploitation practiced on them.

Secondly, according to them, they have learnt to gain the information through the RTI Act. 2009, that they were initially denied to. They have proved that being marginalised does not make anyone powerless, any collective initiative and effort can assist the concerned party to overcome all hurdles.

Thirdly, attaining this objective has made them more confident and forthright. According to Qari and his group, this experience would enable them to motivate their fellow members, grow resilience and power to fight against all forms of injustice and corruption. They now feel stronger as a force. They plan to create a social movement across the area to reduce or stop the bureaucracy that they are usually victims of. According to them, their battle does not end here but it rather begins at this point.

সূত্র ঃ 'নিজেরা করি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

৩.১৪.৫ নাগরিক উদ্যোগ

নাগরিক উদ্যোগ দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থাটি মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃক পরিচালিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রতিবেদন কাল: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২

ভুমিকা: নাগরিক উদ্যোগ দীর্ঘদিন থেকে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা কাজ করছে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নাগরিক উদ্যোগ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায় নানা কর্মসূচি আয়োজন করে যাচ্ছে এবং জনগণকে সংগঠিত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করছে। নাগরিক উদ্যোগের তথ্য অধিকার সম্পর্কিত জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২ সময়কালের কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ সময়কালে শেরপুর, খুলনা, মেহেরপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, বরগুনা ও ঢাকায় মোট ৭ টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো, তথ্য প্রদান ও সংরক্ষণ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা; জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে এমন কর্মী সৃষ্টি/কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আইন ব্যবহারে তাদের পারদর্শী করে তোলা।

জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জানুয়ারি ২০১২-ডিসেম্বর ২০১২ সময়কালে নাগরিক উদ্যোগ ও তথ্য অধিকার আন্দোলন যৌথভাবে জাতীয় পর্যায়ে ৫ টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো, তথ্য প্রদান ও সংরক্ষণ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা, জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে এমন কর্মী সৃষ্টি/কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আইন ব্যবহারে তাদের পারদর্শী করে তোলা।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য অধিকারের ধারনা, ইতিহাস এবং এর গুরুত্ব, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা, বর্তমান বিশ্বে তথ্য অধিকার, জনস্বার্থে ও ব্যক্তির প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে এবং কারা আবেদন করবে, আবেদন ফরম পুরণের নিয়ম, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রদান পদ্ধতি, তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে গণশুনানী ও সামাজিক নিরীক্ষা পদ্ধতি, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকারের আন্দোলনকে বেগবান করতে 'তথ্য অধিকার আন্দোলন' রাজশাহী জেলা কমিটি নাগরিক উদ্যোগ ও রাজশাহী জেলা পরিষদের সহায়তায় রাজশাহী জেলার ৬ টি উপজেলায় 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর প্রয়োগ' শীর্ষক ৬ টি দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালার আলোকে নাগরিকের তথ্য অধিকার এবং এই অধিকার অর্জনের পদ্ধতি সমূহ বর্ণনা করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অধিকার কিভাবে জনগণের ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে তা তুলেধরা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সংখ্যাগত তথ্য

কর্মসূচি	সম্পাদনের এলাকা	সম্পন্ন কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	উপস্থিতি (জন)		
				নারী	পুরুষ	মোট
স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	রাজশাহী জেলার বাগমারা, বাঘা, মোহনপুর, দূর্গাপুর, পবা ও তানোর উপজেলা।	০৬ - টি	ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, উন্নয়ন কর্মী,সমাজ কর্মী, জন-প্রতিনিধি, অবসর প্রাপ্ত কর্মী, নারী, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা সাংবাদিক ও ছাত্র প্রতিনিধি	৫২২	৮৫	৬০৭

আন্তর্জাতিব তথ্য অধিকার দিবস ২০১২ পালন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১২ তে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বরিশাল, রংপুর, ও রাজশাহীতে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার দুটি সংগঠনকে এই দিবস পালনে সহায়তা করা হয়।

তথ্য কমিশনে আব্দুল হাকিমের অভিযোগের শুনানী

নাগরিক উদ্যোগের তথ্য অধিকার কার্যক্রমের বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার উপকারভোগী ও তথ্য অধিকার আন্দোলন বানারীপাড়া উপজেলা কমিটির সদস্য আব্দুল হাকিম বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ে তথ্য বা জবাব না পেয়ে তিনি আপিল ও কোন সাড়া না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তথ্য কমিশনে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে তাকে নাগরিক উদ্যোগের পক্ষে সহায়তা করেন প্রকল্প কর্মকর্তা হামিদুল ইসলাম হিল্লোল ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা এডভোকেট আলেয়া বেগম।

আপিল আবেদনের শুনানী

গাজীপুরের হাসান ইউসুফ খান গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তথ্য চেয়ে প্রত্যাখাত হন। তিনি আইন অনুসারে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করেন। গত ২২ জুলাই ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে আপিল আবেদনের শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানী গ্রহণ করেন বিভাগীয় কমিশনার মো: মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহ্। আবদেনকারীকে সহায়তার জন্য নাগরিক উদ্যোগের পক্ষ থেকে শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট আলেয়া বেগম।

সূত্র ঃ 'নাগরিব উদ্যোগ' কর্তৃব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

৩.১৫ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেবে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে এসব কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারী সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এসব প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলোঃ

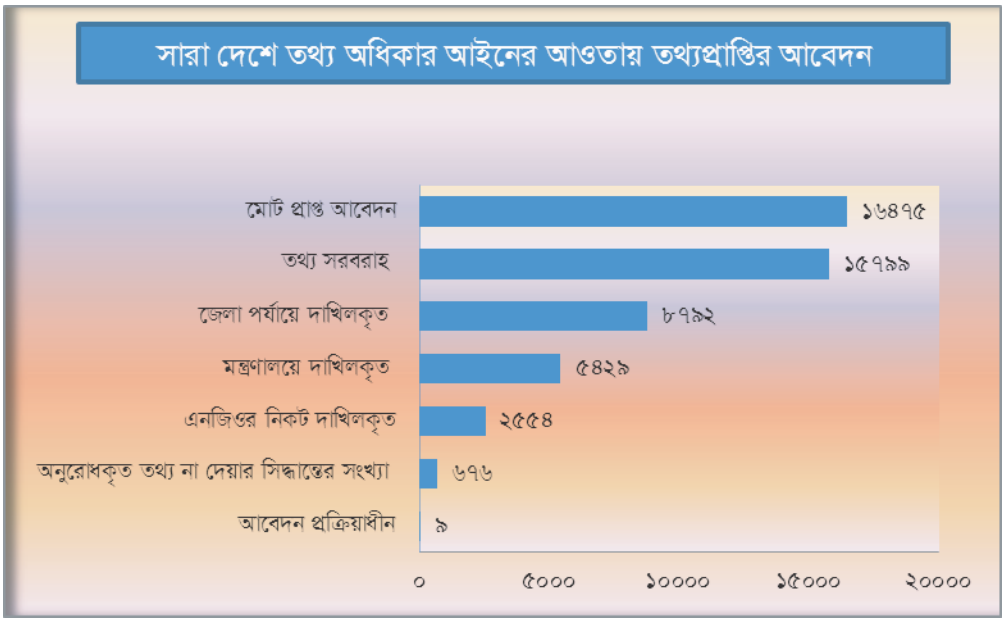

৩.১৫.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসূহের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ৫৪২৯ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৫৩৫৪টি (৯৮.৬১%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ৭৫টির মধ্যে ০৫টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা, সংশ্লিষ্ট কোডে টাকা জমা প্রদানের রশিদ প্রেরণ না করা, প্রাথমিক খসড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১২ সালে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং অধীনস্ত দপ্তরসমূহ চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১৯,০১,১৩৫ টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ১৬টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৫টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে।

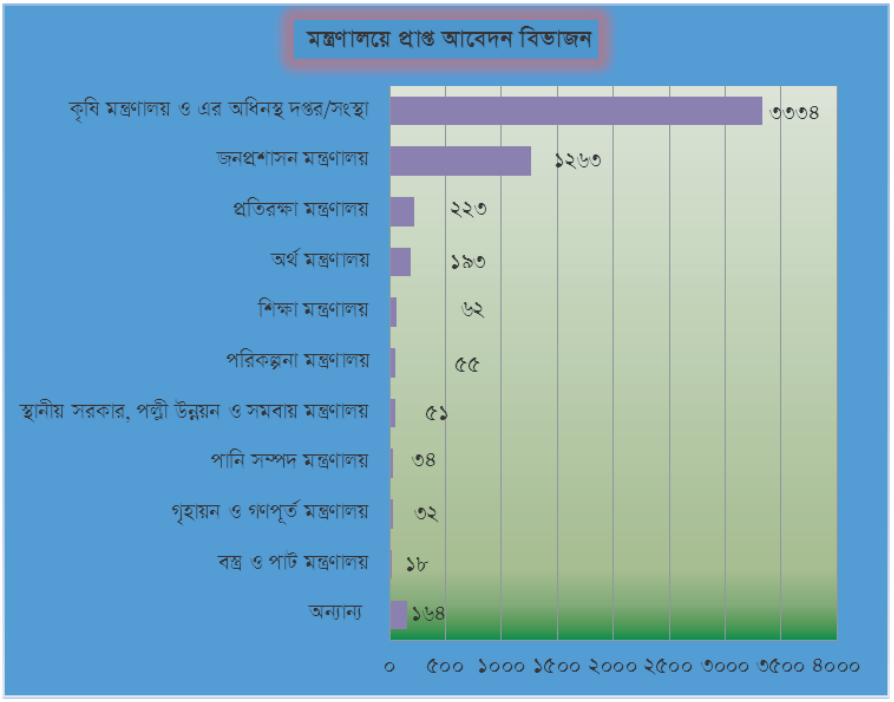

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

৩.১৫.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচন করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৮৪৯২ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগেই ৫১৪৯টি আবেদন দাখিল হয়েছে যা জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রায় ৬০.৬৩ শতাংশ। এছাড়াও, মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৭৯৪০টি (৯৩.৫০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৫২টি (৬.৫০%) এর মধ্যে ০৪টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ২৭টি তন্মধ্যে ২৫টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মোট ৩৬,৬৪৫ টাকা আদায় হয়েছে।

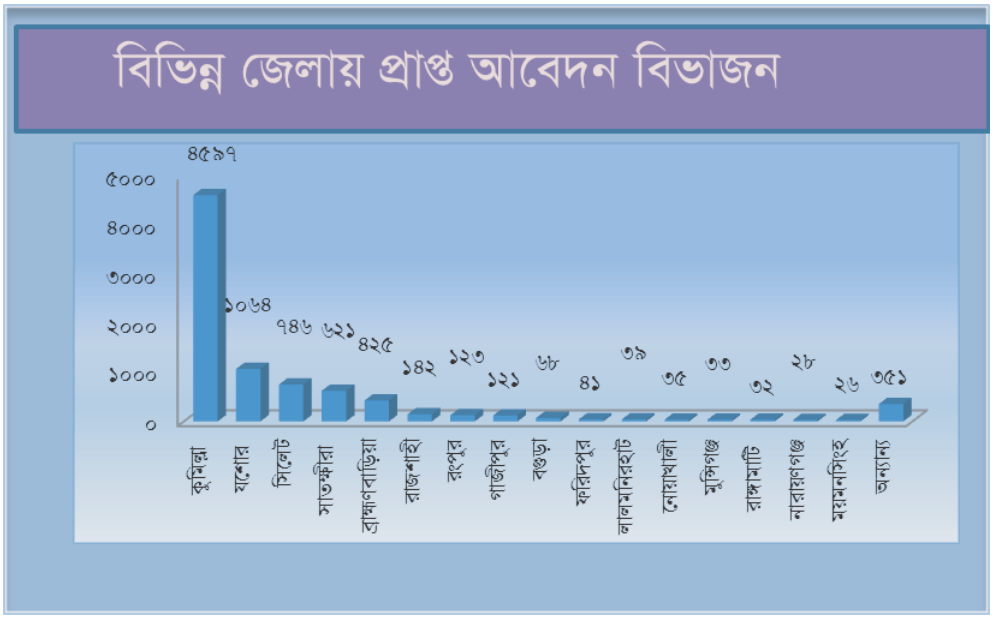

৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মানিকগঞ্জ জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কক্সবাজার জেলা, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইল জেলা; রাজশাহী বিভাগের পাবনা, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলা, বরিশাল বিভাগের ভোলা ও বরগুনা জেলা; সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলা, অর্থাৎ মোট ১৬টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সকল জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের অধীনে (৪৫৯৭টি)। একইসাথে তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ দেখা গিয়েছে কুমিল্লা জেলাতে, কেননা এ জেলার অধিকাংশ দপ্তরেই কোন না কোন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দাখিল করা হয়েছে।

৩.১৫.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ২৫৫৪ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এসকল দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২৫০৫টি (৯৮.০৮%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। কেবল প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক লিমিটেড, কাপাসিয়া, গাজীপুর সোসাইটি কর্তৃক তথ্য প্রদান বাবদ ৯৫০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কাজেই এনজিও পর্যায়ে আবেদনকারীগণকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সর্বমোট ৯৫০/- টাকা আদায় হয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল এনজিওসমূহের মধ্যে ব্র্যাকের নিকট সর্বোচ্চ ২৩৫০টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে, যেখানে চাহিত তথ্যের বিপরীতে ২৩০১টি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। টিএমএসএস ৩৭৫টি এবং মাটি, সানকিপাড়া, ময়মনসিংহ ২৫টি তথ্য মৌখিকভাবে প্রদান করেছে। এছাড়া, ব্র্যাকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ০১টি আপীলের আবেদন করা হয়েছে এবং আপীল আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

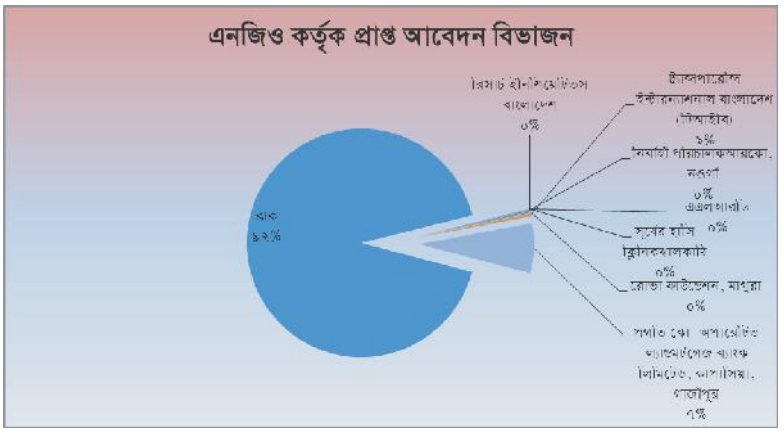

৩.১৬ মৌখিব তথ্যের বিশ্লেষণ

দেশের সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির উল্লেখযোগ্য পরিমান অনুরোধ পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়াও, দেশের কিছু জেলার মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-প্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্টদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে চাহিত তথ্য সংযুক্ত করেছেন। তথ্য অধিকার বিধিমালায় নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার না করা হলেও মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের এ হার তথ্য জানার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণিত ফরম্যাট ব্যতীত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জানানোর পেছনে নির্ধারিত ফরম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরম ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক পরিষ্কার ধারণা না থাকার দরুন তারা মৌখিকভাবে তথ্য জানতেই বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছেন। মৌখিকভাবে সহজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে জনসাধারণ তথ্য পাচ্ছেন। এখানে উলেখ্য যে, শুধুমাত্র যশোর জেলাতেই ২০১২ সালে ৩,৪৩৮টি মোখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩,৪৩৮টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমশই জনবান্ধব হয়ে উঠছে এবং এই প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

৩.১৭ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৪০০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড নং	খাতের নাম	২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২ (৬ মাস) এর ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
(ক) ৪৫০০	বেতন বাবদ সহায়তা	৫৬.০০	২৬.৯৩
(খ) ৪৭০০	ভাতাদি	৫৭.৪৫	২৮.৮০
(গ) ৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	২২৪.৫৫	৩৩.৫৪
(ঘ) ৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৯.৫০	২.১৭
(ঙ) ৬৮০০	মূলধন ব্যয় মঞ্জুরী	৪৩.০০	০.৭৪
	সর্বমোট	৪০০.৫০	৯২.১৮

৩.১৮ উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। কমিশন কাজ শুরু করার স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষাপূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার উপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার। বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত বিধায় এটি একটি রাজনৈতিক অধিকার। জনগণের নিকট সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের অপর্যাপ্ত জনবল এবং কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সকলকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় - ৪
পরিশিষ্টসমূহ- ক, খ, গ, ঘ

পরিশিষ্ট-ক

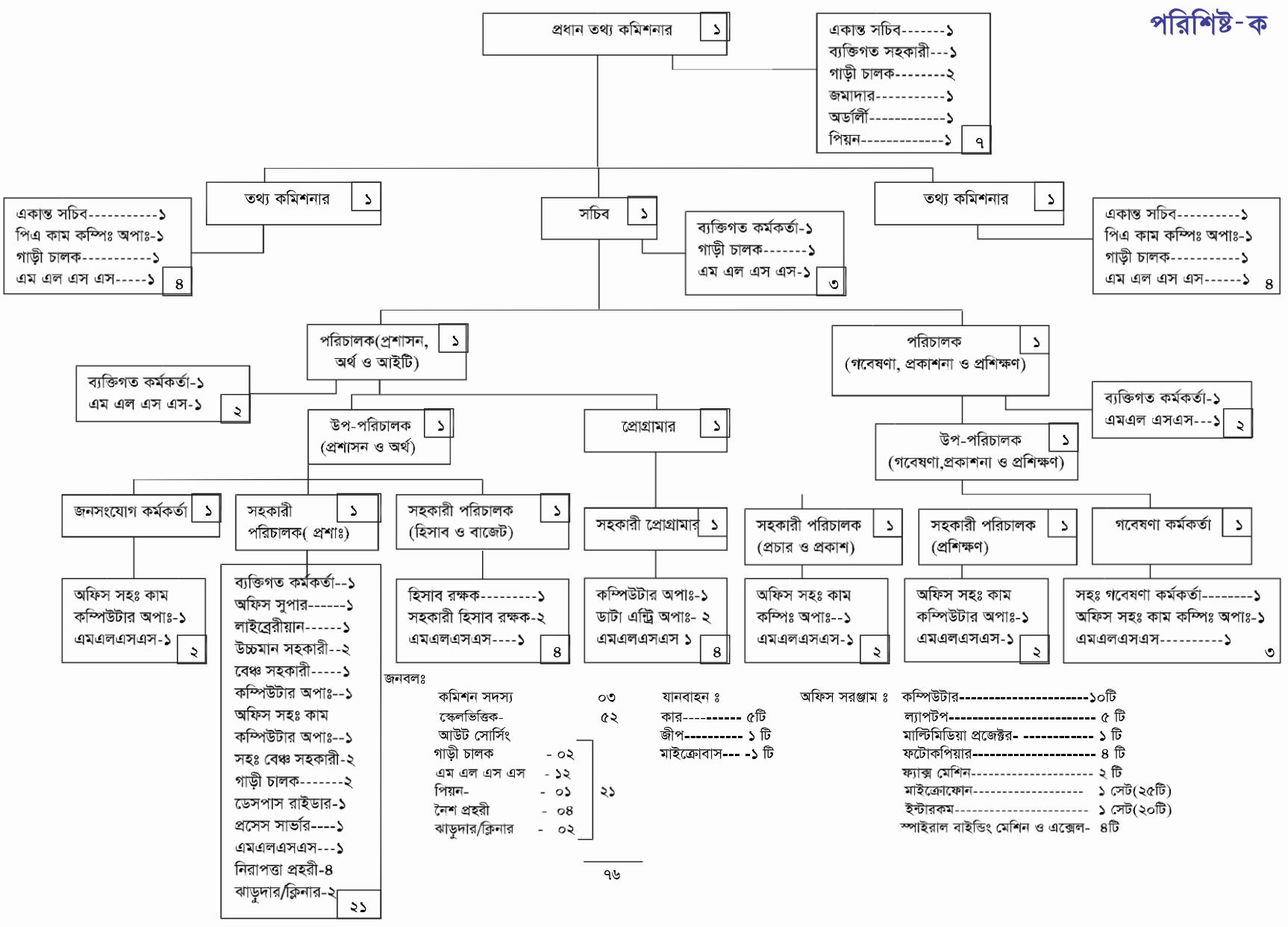
প্রধান তথ্য কমিশনার ১
একান্ত সচিব-------১
ব্যক্তিগত সহকারী---১
গাড়ী চালক--------২
জমাদার----------১
অর্ডার্লী----------১
পিয়ন----------১ ৭
তথ্য কমিশনার ১
একান্ত সচিব----------১
পিএ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
গাড়ী চালক----------১
এম এল এস এস-----১ ৪
সচিব ১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
গাড়ী চালক-------১
এম এল এস এস-১ ৩
তথ্য কমিশনার ১
একান্ত সচিব----------১
পিএ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
গাড়ী চালক----------১
এম এল এস এস------১ ৪
পরিচালক(প্রশাসন, অর্থ ও আইটি) ১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
এম এল এস এস-১ ২
পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
এমএল এসএস---১ ২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ১
প্রোগ্রামার ১
উপ-পরিচালক (গবেষণা,প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ১
জনসংযোগ কর্মকর্তা ১
সহকারী পরিচালক(প্রশাঃ) ১
সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ১
সহকারী প্রোগ্রামার ১
সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশ) ১
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ১
গবেষণা কর্মকর্তা ১
অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপাঃ-১
এমএলএসএস-১ ২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা--১
অফিস সুপার------১
লাইব্রেরীয়ান------১
উচ্চমান সহকারী--২
বেঞ্চ সহকারী-----১
কম্পিউটার অপাঃ--১
অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপাঃ--১
সহঃ বেঞ্চ সহকারী-২
গাড়ী চালক-------২
ডেসপাস রাইডার-১
প্রসেস সার্ভার----১
এমএলএসএস---১
নিরাপত্তা প্রহরী-৪
ঝাড়ুদার/ক্লিনার-২ ২১
হিসাব রক্ষক---------১
সহকারী হিসাব রক্ষক-২
এমএলএসএস----১ ৪
কম্পিউটার অপাঃ-১
ডাটা এন্ট্রি অপাঃ- ২
এমএলএসএস ১ ৪
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ--১
এমএলএসএস-১ ২
অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপাঃ-১
এমএলএসএস-১ ২
সহঃ গবেষণা কর্মকর্তা--------১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
এমএলএসএস----------১ ৩
জনবলঃ
কমিশন সদস্য ০৩
স্কেলভিত্তিক- ৫২
আউট সোর্সিং
গাড়ী চালক - ০২
এম এল এস এস - ১২
পিয়ন- - ০১
নৈশ প্রহরী - ০৪
ঝাড়ুদার/ক্লিনার - ০২
২১
৭৬
যানবাহন ঃ
কার---------- ৫টি
জীপ---------- ১ টি
মাইক্রোবাস--- -১ টি
অফিস সরঞ্জাম ঃ
কম্পিউটার----------১০টি
ল্যাপটপ---------- ৫ টি
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- ---------- ১ টি
ফটোকপিয়ার---------- ৪ টি
ফ্যাক্স মেশিন---------- ২ টি
মাইক্রোফোন---------- ১ সেট(২৫টি)
ইন্টারকম---------- ১ সেট(২০টি)
স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন ও এক্সেল- ৪টি

daily Star
MONDAY 22 OCTOBER 2012

RTI: A vehicle for people's empowerment

DR SADEKA HALIM

'THE *more closely we are watched, the better we behave' (Jeremey Bentham, 1748-1832).* The passing of RTI (Right to Information) Act in the first session of 9th parliament session has given people of Bangladesh the opportunity to seek information from all public bodies. Civil society regarded the passing of the Act as the ground breaking decision of the government. The rationale of this Act is since all powers of the Republic, belong to the people, it is necessary to ensure right to information for their empowerment. The spirit of democracy and the right to information is considered as a fundamental human right everywhere in the world. Access to information has the potential to empower people to engage themselves meaningfully in the democratic process with a view to increasing transparency and accountability in the mechanisms of governance, reducing corruption and more generally achieving the development goals. The aim of this Act is that it would ensure the transparency and accountability of all public, autonomous and statutory organisations and of their private institutions as well corruption of these organisations will be reduced. Although the Constitution of the People's Republic of Bangladesh does not make a clear reference on right to information, but several articles such as 7, 32 and 39 lays the foundation of recognising it as a right. In particular, Article 39 (2) states that "*a right of every citizen of freedom of speech and expression and b) freedom of the press guaranteed.*" However, 39 (2) states, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence...... (The Constitution of the People's Republic of Bangladesh).

The major opportunity is that RTI Act could most effectively be catalyst for institutionalising democracy, promotion of good governance and control of corruption. It is about empowerment of citizens and about building responsiveness of the state and its organs, the political parties and leaderships, administration and other institutions to the citizens. The RTI Act (Section 4) says that "*every citizen has a right to information from the Authority and the Authority shall on demand from a citizen be bound to provide information.*" Thus it creates the opportunity for those in power to devolve it through sharing of information. In regard to the RTI infor-

Right to Information Act, 2009 has given people more opportunity to participate in public affairs and hold duty bearers accountable for their action. It is promoting transparency,

Despite all these limitations, Right to Information Act, 2009 has given people more opportunity to participate in public affairs and hold duty bearers accountable for their action. It is promoting transparency, openness and opportunities for dialogue and discussions on critical issues between the general people and policy making authorities. Traditionally, participation in political and economic processes and the informed choices are restricted to small bureaucratic elites in developing countries. The RTI 2009 has enabled people of all strata to seek information from various government and non-government offices. People who are failing to get information from DOs (Designated Officials) and appellate authority on time provided by the Act have started since 2010 to launch complaints to the IC (Information Commission). Through the practice of RTI in Bangladesh, transparency of government institutions have begun. In regard to article 9(2) of RTI Act the government and non-government DOs are required to provide the applicants information; if applicants are not given information or gets rejected aggrieved by the decision of the appeal units then under section 24 complaints for not receiving information can be filed to IC. This provision of RTI is one of the major steps towards establishing transparency and accountability in Bangladesh.

IC follows civil procedure (in accordance to 1908) to dispose the complaints. The first petitioner was BELA who sought information from Rajuk in regard to construction of BGMEA building and it's approved building plan. Later BELA received the required information. Most petitioners came from disadvantaged people who failed to get information on old age allowance, special safety net programme, regarding the free distribution of medicines by the community hospitals, rules and regulations to obtain agricultural cards, information about the location of *khas* land, allegations against cooperative officer, information in regard to the rules of medical practitioners, practice of minimum wage, bank related issues, and so forth. In addition *adivasis* are as well seeking justice from IC. An *adivasi* activist sought information on the quota provided for the *adivasi* students by various public universities and other educational institutions. IC disposed the cases by providing the information through the DOs who previously not attended or rejected the complainers' prayers. The IC received 266 complaints till date and out of which 96 cases are being disposed of. Some 22 com-

efficient computerised records of everything for rapid release of information. Also information needs to be stored in terms of categorisation/typologies of information. Government offices and NGOs registered with the government that have also been considered under the same law, will need a totally new budget and will need to introduce a new section to disseminate information.

The other important concern is the role of the designated officers in charge to provide information. During the hearings by IC in dealing with most cases it has been found that DOs informally require a nod from the appellate authority to provide information to the applicant. DOs are at times suffer from fear factor and reluctant to provide information without prior consent from their respective authorities. It could be because their ACR (annual confidential report) is being evaluated by their respective higher authority. Thus the release of information depends on the superior authority. In addition DOs can be penalised as mentioned in the section 27 for providing misleading information, false information and not giving information at all by 20 or 30 working days. Two DOs already have been penalised by the IC. Nevertheless, IC is empowered by section 27(3) to recommend departmental action against appellate authority for not cooperating with DOs and not providing information at all. Further, there are some limitations faced by information seekers particularly the marginalised people yet to know in regard to seeking information that who is responsible for what and have to encounter power structures that are still not people friendly.

RTI is empowered by the provision that no authority shall conceal any information or limit its easy access (except 8 exempted security and intelligence agencies, as is the case in other countries including India). It should be kept in mind that majority of the people do not have access to Internet; thus information should be disclosed in such a manner (e.g. through publications, bill boards, citizen charter, etc) where people living in remote areas could learn about it. However, in regard to disclosing information there needs to be coordination between Freedom of Information and Protection of Individual Privacy (provided by Art 7). Recently, 39 NGOs in collaboration with USAID, PROGATI and MRDI have developed proactive policy for their respective organisations. IC in collaboration with MJF has assisted four leading ministries to update and develop website for their respective depart-

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৮ অক্টোবর ২০১২
bis@prothom-alo.info

তথ্য অধিকার আইন ■ সাদেকা হালিম

জবাবদিহি নিশ্চিত করা হোক

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনগণের ক্ষমতায়ন করা। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনায় আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক ও সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিরা এ আইনকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ আইন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। তথ্য অধিকার হলো মানুষের মৌলিক মানবাধিকার।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারা অনুযায়ী মানুষের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে। তথ্য অধিকার আইন ধারা ৪-এ উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।' তাই বলা যায়, এ আইন ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ওপর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। একজন নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য ব্যতীত অন্য সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত এনজিওর কাছে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে তথ্য চাইতে পারেন। তেমনিভাবে ধারা ৩২-এ আটটি গোয়েন্দা সংস্থা কোনো তথ্য প্রদান করবে না কিন্তু দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত তথ্য প্রদানে বাধ্য। আবেদনকারী (ধারা-৯) দ্বারা তথ্য প্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্যপ্রার্থী সে ক্ষেত্রে আইনি প্রতিকার চাইতে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি। উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের বেশ কিছু দেশে এদের বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের আইনেও এটা নেই। বেসরকারি খাত আমাদের দেশীয় সম্পদ নিয়ে কাজ করে। জনগণও এসব বিষয়ে জানতে চায়। যেহেতু, সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে 'জনগণই হবে প্রজাতন্ত্রের মালিক', সে অর্থে অবশ্যই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার মাধ্যমে তথ্য উন্মোচন করতে হবে।

এ যাবৎ (২০১০ থেকে ২০১২ সাল) তথ্য কমিশনে মোট দায়ের করা অভিযোগের সংখ্যা হচ্ছে ২৬৬, আমলে গৃহীত হয়েছে ১১১টি, আমলে গৃহীত শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৯৬, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১৯টি এবং বেশ কিছু অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ আছে। সেই সব অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ, যে অভিযোগগুলো যথাযথ তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদন করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, অভিযোগের সঙ্গে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন থাকলেও আপিল আবেদনের কপি সংযুক্ত না থাকায় এবং তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দায়ের। এ ছাড়া অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না করার কারণে বা কেবল অনুলিপি দেওয়ায়। কিন্তু উহ্য কমিশন ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগকারীদের আবেদন সংশোধনকল্পে পুনরায় অভিযোগ করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনে নিষ্পন্ন করা অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেসব বিষয়ে বেশি অভিযোগ আসছে, সেগুলো হলো: কৃষি/জমিসংক্রান্ত, সরকারি-বেসরকারিসংক্রান্ত সরকারি উন্নয়ন/বরাদ্দ/প্রকল্পসংক্রান্ত, উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশনসংক্রান্ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ/সমবায় নীতিমালা, হাসপাতাল, সরকারি-বেসরকারি শিল্প কারখানা, চিংড়িশিল্প, নারী নির্যাতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং দেশের প্রচলিত আদালত কর্তৃক আদেশসংক্রান্ত। অভিযোগগুলো বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য পেতে বঞ্চিত হয়ে বেশি অভিযোগ করছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের অভিযোগ নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য দু-তিনবার ঢাকায় আসতে হচ্ছে এবং অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তথ্য কমিশনে অনেক অভিযোগ রয়েছে, যা দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই অনেক ক্ষেত্রে দুদকের অনেক কাজও কমিয়ে দিচ্ছে। দুদকের আইনের সঙ্গে তথ্য আইনের সাদৃশ্য আছে। দুদক তদন্ত ও পরিদর্শন করে ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের অধীনে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। তথ্য আইন সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮-এর অধীনে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। তথ্য আইন ও দুদক আইন সম্মিলিতভাবে দুর্নীতি দূরীকরণে ব্যবহার করা যায়।

এ আইন বাস্তবায়নে ব্যাপকভিত্তিক জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই কমিশনের একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলে মনে করি। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সুশীল সমাজ এবং যেসব এনজিও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে পার্টনারস ইন দ্য স্ট্রাগল হিসেবে কাজ করেছে, তাদেরও এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের দুটি চাঞ্চল্যকর রায় সবার দৃষ্টি কেড়েছে। সম্প্রতি তথ্য কমিশন নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার জন্য জরিমানা করে এবং ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, যিনি আপিল কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে রিট করলে সেটি খারিজ হয়ে যায়। আরও উল্লেখ করা যায় যে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়নের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তথ্য আবেদনকারীকে সঠিক সময়ে তথ্য না দেওয়ার কারণে কমিশন ৫০০ টাকা জরিমানা করে। সুধী সমাজ ও গণমাধ্যম তথ্য কমিশনকে এসব রায়ের জন্য অভিনন্দিত করেছে।

বেসরকারি সংগঠন আয়োজিত গণশুনানিতেও তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার শুরু হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে কি না, সেই লক্ষ্যে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হলে প্রান্তিক জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে। তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার করে পত্র-পত্রিকার অনেক সাংবাদিক অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। একটি গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিপূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত ঘটনাসমূহের তথ্য আদায়ের লক্ষ্যে এ আইন অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তথ্য আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি সমাজের ও প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জনগণের তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিতকরণে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সাম্প্রতিক পার্বত্য এলাকায় আদিবাসীদের প্রতি এবং কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধপল্লি ও উপাসনালয়ে মর্মান্তিক ও অমানবিক হামলায় প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনে এই এলাকার অধিবাসীরা আইনটি ব্যবহার করে প্রশাসনের (সিভিল ও পুলিশ) ভূমিকা এবং বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে ভূমিকাসংক্রান্ত তথ্য আদায় করে তাঁদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে। এর মাধ্যমে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনার মূল উৎসগুলো রাষ্ট্রের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব।

● সাদেকা হালিম: তথ্য কমিশনার (প্রেষণে), অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

r.net/law

LAW

"All Citizens are Equal before Law and are Entitled to Equal Protection of Law"-Article 27 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

Issue No: 271
May 26, 2012

This week's issue:
•Star Law Analysis
•Law Opinion
•Law Event
•Human Rights Watch
•Law News
•Law Week

Back Issues
Law Home
News Home

Law Opinion

Right to Information: Right revisited

Mahdy Hassan

Photo: ghananewsagency.org

The modern world is now booming with the call for meaningful democracy needing transparency and accountability in the statecraft and in that view of the matter the subject of people's right of access to information has gained importance. There appears to have been a universal recognition of the claim and inevitability for the establishment of people's right of access to information. The signal of the demand has also touched our shores. In the preamble of our Constitution, there is the pledge that it shall be fundamental aim of the state to realize through democratic process a socialist society, freedom from exploitation a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social will be secured for all the citizens. Article 39 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression to every citizen, subject to certain reasonable restrictions imposed by law in the interest of the security of the state, relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. It has been said that the notion of freedom of thought and conscience and of speech and also the notion of rule of law become nugatory if the public, for the sake of which the state exists, is deprived of access to information. It would be profitable to have a look at the international covenants, documents etc. respecting the right to information. Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 reads: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers" Article 19 (2) of the Covenant on Civil and Political Rights, 1966 reads: "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print in the form of art, or through any other media of his choice". The exercise of the above-mentioned right carries with it special duties and responsibilities. It may, therefore, be subject to certain restrictions but this shall only be such as provided by law and necessity: a) for respect of rights and reputation of others, b) for protection of national security or public order.

Thus under the aforesaid two international instruments the state parties are obliged to make available to their citizens all kinds of information except those that are necessary to protect national security and avoid interference with the privacy of citizen. Incidentally, Bangladesh has signed the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 on September 6, 2000. The Vienna Convention, Limburg Declaration and Bangalore Colloquium exhorted those human rights as pronounced in the International Bill of Human Rights must be reflected in the domestic laws of the state parties. The Republic of Bangladesh, a party to the above-mentioned international covenants and documents, therefore, has both moral and legal obligation to conform to the international norm respecting public access to information resting with the state machinery, public functionaries and non-government organizations registered with the government. For the sake of transparency in the democratic process and good governance in our country, public access to information appears essential. Again, freedom of information is indispensable for a citizen to bring his grievances before the administrative authority or the Court of law for redress. If the general public remain ignorant about the affairs of the state touching on their fate and welfare it will amount to travesty of democracy.

For this reason for ensuring right to information an Act named Tottho Odhikar Ain 2009 (The Right to information act,2009) has been enacted by the government of the People's Republic of Bangladesh. This Act was enacted for ensuring free flow of people's right to information. The right to information is needed for empowerment of the people. Free flow of information is required for ensuring transparency and accountability in all the state organs. It is one of the most important tools to make a country free from corruption and to establish good governance as well. The definition of information is very wide-ranging under the Act. Any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video,

The Daily Star 5
DHAKA SUNDAY MAY 13, 2012

Access to info helps efficient use of funds

Say speakers

D.S 13/5/12

STAFF CORRESPONDENT

Access to information can curb corruption and pave the way for better and efficient utilisation of development funds, a workshop was told yesterday.

Civil society organisations which closely monitor government services can play a major role in ensuring access to information by raising awareness on the Right to Information (RTI) Act, it was told.

The workshop, "Right to Information (RTI): A tool of social accountability", was organised at Brac Centre Inn in the capital where chief executives of 35 non-government organisations shared their experiences on the act.

Management and Resources Development Initiative (MRDI) organised the workshop in collaboration with USAID PROGATI.

Speaking as chief guest, Information Commissioner MA Taher emphasised the proactive role of civil society organisations in making the act more effective.

This, in turn, would prompt greater transparency and accountability in public offices along with less abuse of power and misuse of public resources, he added.

MRDI Executive Director Hasibur Rahman said it is possible to reduce corruption and utilise development funds in a more efficient way if access to information can be ensured.

He called upon civil society organisations working with marginalised people to come forward in this matter.

Stressing on the role of media, Associated Press Bureau Chief Farid Hossain said effective linkage between civil society organisations and the media at the local level could play a vital role in promoting the act.

সংক্ষিপ্ত খবর

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে

তথ্য কমিশন

কালের কণ্ঠ

আইনকানুন ডেস্ক ▶ 22/04/12

তথ্য কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। গত ৯ মে প্রধান তথ্য কমিশনার ড. এম জমিরের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই প্রতিবেদন পেশ করে। এর আগে ১২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির কাছে সর্বপ্রথম ওই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন—তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও সচিব মো. ফরহাদ হোসেন।

সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪২৪ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনটি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আগ্রহী জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে অনেকাংশে সাহায্য করবে। এবারই প্রথম এই প্রতিবেদনের সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে তারাও সহজে এই প্রতিবেদন থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে।

উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১০ হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগদান করা হয়েছে, যাঁদের বিশদ তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন সারা দেশে ৫১টি জেলায় জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দুই হাজার ২৯৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম্যাট-ফরম ব্যবহার করে ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেছেন সাত হাজার ৮০৮ জন। এর মধ্যে সরকারি দপ্তরে আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৬৭১টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৩৭টি। অর্থাৎ সরকারি দপ্তরে আবেদনের হার ৯৮.২৫ শতাংশ আর এনজিওতে আবেদনের হার ১.৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলকৃত সাত হাজার ৮০৮টি আবেদনের মধ্যে সাত হাজার ১১৬টির ক্ষেত্রে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, যা মোট আবেদনের ৯৭.৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে ১০৪টি আবেদন (১.৩৩ শতাংশ) অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং ৮৮টি (১.১৩ শতাংশ) ত্রুটিপূর্ণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য কমিশনে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১০৪টি অভিযোগ পেশ করা হলেও ৪৪টি অভিযোগ আমলে নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয় এবং ৬০টি ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগ বাতিল করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনের অধীনে ২০১১ সালে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ ২০ লাখ ১৫ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন জারির পর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) যাচিত তথ্য সরবরাহের মূল্য বাবদ দেশে সর্বাধিক ১৯ লক্ষাধিক টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে। তবে ২০১১ সালে সারা দেশে সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত পাঁচটি মন্ত্রণালয় হচ্ছে—সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) ১৮৩১টি, রেলপথ মন্ত্রণালয় ৫৯৮টি, অর্থ মন্ত্রণালয় ৩৫৭টি, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬০টি ও তথ্য মন্ত্রণালয় ১৮টি। সর্বোচ্চ আবেদনপ্রাপ্ত পাঁচটি জেলা হচ্ছে—কুমিল্লা এক হাজার ৯২১টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক হাজার ৬২টি, রংপুর ৫২৩টি, নওগাঁ ৩০২টি ও রাঙামাটি ২৫৩টি। এনজিওগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত পাঁচটি হলো—সোসাইটি অব রেনেসাঁ ৪২টি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২৫টি, ব্র্যাক ১৮টি, ওয়েব ফাউন্ডেশন সাতটি ও সচেতন সাহায্য সংস্থা ছয়টি।

News Today 22/4/12

Preserving info to ensure RTI stressed

Information Commissioner Professor Sadeka Halim on Saturday called upon all authorities concerned to come up with a systematic management of information like catalogue and index of their respective institutions and also preserve those properly to ensure people's right to information, reports BSS.

"As per the provision 5 of the Right To Information Act, every authority shall prepare catalogue and index of all information and preserve it in an appropriate manner to ensure people's right to information.," she said at a view-exchange meeting in capital's BRAC center.

Management of Resources Development Initiatives (MRDI) and USAID PROGATI jointly organized the meeting on "Right to Information Act and Willingness to Disclose Information" with MRDI executive Director Hasibur Rahman in the chair.

DHAKA: Discussants at a workshop on RTI and Proactive Disclosure at the city's BRAC Centre Inn on Saturday. INDEPENDENT PHOTO

Independent
23/04/12

Awareness of RTI Act stressed

STAFF REPORTER

DHAKA, APR 21: Information Commissioner Professor Sadeka Halim on Saturday observed that there were still some confusions about the Right to Information (RTI) Act and to remove those more awareness was needed to help the people get a clear-cut idea about it.

She made the observation while addressing as the chief guest a workshop on RTI and Proactive Disclosure organised by Management and Resources Development Initiative (MRDI) with support of USAID, PROGATI at the city's BRAC Centre Inn.

In order to ensure people's right to information under the RTI Act, the authorities should prepare catalogue and index of all information and preserve them in an appropriate manner, noted Professor Sadeka Halim.

She called upon all the authorities to come up with a systematic management of information.

Mentioning the need for proactive disclosure culture in all offices, Sanjida Sobhan, coordinator of Manusher Jonnyo Foundation (MJF), in her presentation stressed continuing the effort for proper implementation of the act.

PROGATI chief Dennis Gallagher said, "We believe wider practice of RTI will substantially contribute to establishing a greater transparency in development process and we feel proud to support such initiative."

He also called upon the civil society, government and non-government organisations to work for ensuring RTI to help make a more open society.

Hasibur Rahman, executive director of MRDI, said, RTI Act was enacted following demand from the civil society. Now it is their responsibility to help its implementation, he added.

He also informed the workshop that MRDI had provided technical assistance to 39 different organisations to develop their own information disclosure policy (IDP).

Chief executives, executive board members and designated officers of 39 participating NGOs shared their experiences at the function moderated by Farid Hossain, bureau chief of Associated Press.

They also expressed their commitment to take RTI forward for coming out of the culture of secrecy.

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
JaiJaidin
■ Dhaka ■ Friday ■ 30 March 2012

তথ্য অধিকার আইন
বাস্তবায়নে আন্তরিক হোন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রের সাফল্য। যেসব উপাদান ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না তার মধ্যে তথ্য অন্যতম নিয়ামক শক্তি। তথ্যকে গণতন্ত্রের অক্সিজেন হিসেবেও আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। এটি মানুষের মৌলিক অধিকারেরও পর্যায়ভুক্ত। সামরিক শাসনের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান পার্থক্য হলো, গণতন্ত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ লক্ষণীয়। বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। যা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় আশাব্যঞ্জক একটি দিক। আইনটি পাসে আশা করা গিয়েছিল তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু তিন বছরে এ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পারছি না। ফলে রুদ্ধ হয়ে আছে জনগণের ক্ষমতায়ন, চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ। এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষই জানেন না তথ্য অধিকার আইন কী এবং এটি কাদের জন্য। যা সত্যিই দুঃখজনক। গতকাল যায়যায়দিনে এ নিয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে।

একটি দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব সরকারের। আইনটি পাসের পর সরকার নিয়মানুযায়ী তথ্য কমিশন গঠন করে। প্রধান তথ্য কমিশনারসহ অন্যান্য তথ্য কমিশনার নিয়োগও দেয়া হয়। কিন্তু শুরুতেই কমিশনের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। কমিশন গঠনের পর তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা এবং তথ্য অধিকার প্রকাশ ও প্রাপ্তি প্রবিধিমালার খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও তা চূড়ান্ত হয়নি। টাকা বরাদ্দ হলেও টাকা ছাড়ের অনুমোদন হয়নি। অনেক জটিলতার পর কমিশন সচল হলেও নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কমিশনকে কাজ করতে হচ্ছে। আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। আইনটি পাস হওয়ার ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বাধ্যবাধকতা থাকলেও এ তিন বছরে দেশের প্রায় অর্ধেক প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। যা আইনটি বাস্তবায়নের পথে বড় অন্তরায় হিসেবে ধরা যায়।

আমরা জানি, তথ্য অধিকার আইনের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন নিশ্চিত করা। তাই সরকারের উচিত হবে তথ্য অধিকার আইন গত তিন বছরে কতটুকু দিনবদলে সহায়ক হয়েছে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাস হয় ২০০৫ সালে। আইনটি পাস করাতে সে দেশের জনগণকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য 'জনগণের তথ্য অধিকারে জাতীয় প্রচারাভিযান' কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে দেশে। আইনজীবী, সাবেক বিচারপতিসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম- প্রতিনিধিরাও ছিলেন এ কমিটিতে এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা মনে করি, তথ্যের অধিকারকে বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকার বস্তিবাসী বা জনসাধারণের অধিকারের বিষয়ে পরিণত করতে ভারতের মতো এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া যায় কিনা সেটিও সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কমিশনকে ভাবতে হবে।

প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় তথ্য, আইন মোতাবেক দিতে বাধ্য থাকবে এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য নিজ থেকেই জনসমক্ষে প্রকাশ করবে- এমনটি আইনে থাকলেও বাস্তব অবস্থাটা দুঃখজনক। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক সরকারকেই জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য তথ্য অধিকার আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই হতে পারে এর একমাত্র সমাধান। পাশাপাশি সর্বসাধারণকে আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় এনে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করেও গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে এ প্রত্যাশা আমাদের।

> মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক সরকারকেই জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য তথ্য অধিকার আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই হতে পারে এর একমাত্র সমাধান।

গ্রামীণফোন কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম

SMS Broadcast Report

D t	Off	S d g U t	T t l S b
17-Feb-12	Information Commission	BTRC/ Govt.	10,462,000
5-Mar-12	Information Commission	BTRC/ Govt.	10,473,575
9-Mar-12	Information Commission	BTRC/ Govt.	14,521,285
11-Mar-12	Information Commission	BTRC/ Govt.	10,000,000
25-May-12	Information Commission (Govt info)	BTRC/ Govt.	14,521,285
26-May-12	Information Commission (Govt info)	BTRC/ Govt.	10,000,000
26-Jul-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,473,575
27-Jul-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,000,000
31-Aug-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,473,575
1-Sep-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,000,000
5-Oct-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,473,575
8-Nov-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,000,000
9-Nov-12	Info Commission	BTRC/ Govt.	10,473,575
	Total		**141,872,445**

We are airing given on below GP sponsored TV shows:
1. Ajker Shongbadpatra (Channel i)
2. Tritiyo Matra (Channel i)
3. Lead News (ATN Bangla)
4. Zero hour (Boishakhi TV)
And previous scroll has been aired till sept'12 on above mentioned shows.

রবি

Information Commission Update

(till December 31,2012)

an axiata company

018

1

Deliverables at a glance (MOU 2012)

রবি

Deliverables	Completion status
a. SMS blast: Eight (08) SMS blasts in 1 year to active subscriber-base of Robi.	**8 times** done in 2012
b. Message in Corporate Ad: One line messages, endorsed by the Commission, with Robi Corporate advertisements.	**26 done** in 2012
c. Message in other external communication channels of Robi: •Robi Corporate Website •Robi Newsletter (Alpona)	New initiative under the recently signed MOU; -Incorporated in Robi website www.robi.com.bd -Incorporated in Robi Newsletter (Alpona)

an axiata company

018

2

Updates in Detail (SMS)

Activity	Status	Details	Broadcast Quantity
SMS Blast	8 times done	1st Communication From March 14, 2012	8.0 million
		2nd Communication From April 15, 2012	5.5 million
		3rd Communication From May 15, 2012	12.5 million
		4th Communication From June 07, 2012	10 million
		5th Communication From July 24, 2012	8.0 million
		6th Communication From Aug 25, 2012	2 million
		7th Communication From 4 Nov, 2012	2.5million
		8th Communication From 12 Dec, 2012	3 million

an axiata company

018

3

Update in detail (RTI message in Corporate Ad)

Activity	Status	Details	Occasion
RTI info in Robi Corporate Ad	26 Newspapers	The Daily Star: 31- Jan The Daily Star: 7 Feb The Independent: 7-Feb Bank Barta: 21-Feb Financial Express: 21-Feb Incilab: 21 Feb Jugantor: 21-Feb Kaler Kantho: 21-Feb Nayadigonto: 21-Feb New nation: 21-Feb Samakal: 21-Feb First News: 21-Feb The Daily Star: 26-Mar Independent: 26-Mar Samakal: 26-Mar Bonikbarta: 26-Mar The Daily Azadi (CTG): 26-Mar Prothom Alo: 19 Aug Daily Star 19 Aug Kalerkantho: 19 Aug Samakal: 19 Aug Nayadigonto: 19 Aug Incilab: 19 Aug Independent: 19 Aug Daily Azadi: 19 Aug Daily Purbokone: 19 Aug	21st Feb Ad Ad for BTRC Ad for Malaysian Ambassador 26th March Ad Eid Greetings ad on Aug 19

an axiata company

018

4

SMS Content

রবি

- Content 1:

Text: Tothyo odhikar ain somporke janun. Tothyo pete shorkari o NGO doptorer daitto prapto kormokortar nikot abedon korun. Aro jante dekhun www.infocom.gov.bd

- Content 2:

Text: Tothyo odhikar ain shomporke janun. Sushashon protishtha o durniti domone agiye ashun. Tothyo commission apnar pashe achhe. Aro jante dekhun www.infocom.gov.bd

Go to slide 3

an axiata company

6

Corporate Advertisements

The Daily Star:
31/1/2012

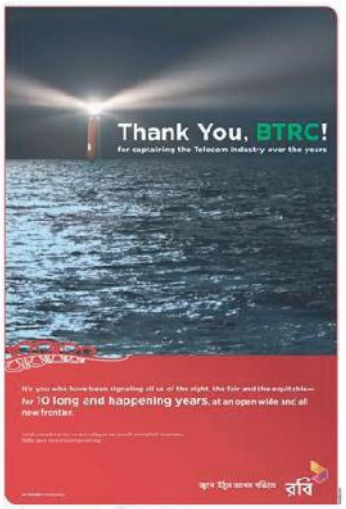

Danik Barta: 21-Feb
Financial Express: 21-Feb
Inqilab: 21-Feb
Jugantor: 21-Feb
Kaler Kantho: 21-Feb
Nayadigonto: 21-Feb
New nation: 21 Feb
Samakal: 21-Feb
First News: 21-Feb

Go to slide 4

Corporate Advertisements

The Daily Star
The Independent: 7-Feb

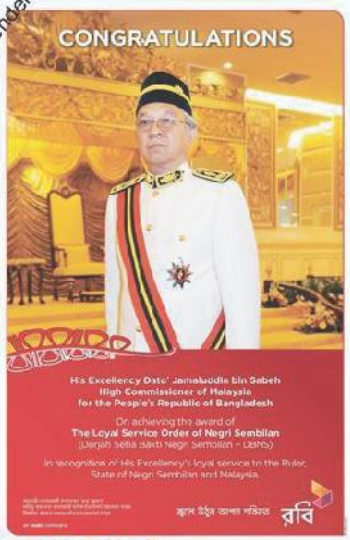

26-March 2012:
-The Daily Star
-Independent
-Samakal
-Bonikbarta
-The Daily Azadi- CTG

Go to slide 4

Corporate Advertisements (latest)

On 19th August 2012:
- Prothom Alo,
-Daily Star,
Kalerkantho,
Samakal,
-Nayadiganto,
-Inqilab,
-Independent,
Daily Azadi,
-Daily Purbokone

Go to slide 4

an axiata company

9

RTI Message in Robi Newsletter

Go to slide 2

an axiata company

10

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ .....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ .....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। আপীলের তারিখ ঃ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ .....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ----------।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনের সূত্র নম্বর ঃ তারিখঃ .....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১। .....

..... |

২। .....

..... |

৩। .....

..... |

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ

পদবীঃ

দাপ্তরিক সীলঃ

ফরম-'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা ঃ.....

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ.....

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ.....

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ছক

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম- ঃ .....
পদবী- .....
অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে) .....
ফোন, ...
মোবাইল ফোন .....
ফ্যাক্স, ...
ই-মেইল, ...
ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে) .....

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন ঃ .....
কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম- .....
পদবী - .....
অফিসের ঠিকানা - .....
ফোন- .....
মোবাইল ফোন- .....
ফ্যাক্স- .....
ই-মেইল- .....
ওয়েব সাইট- (যদি থাকে)

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ .....

৪. প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট বরিশাল/রংপুর) ঃ .....

৫. আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে) ঃ .....
.....
.....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ.....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

স্থানীয়/আপীল কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ .....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং অন্য কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।]

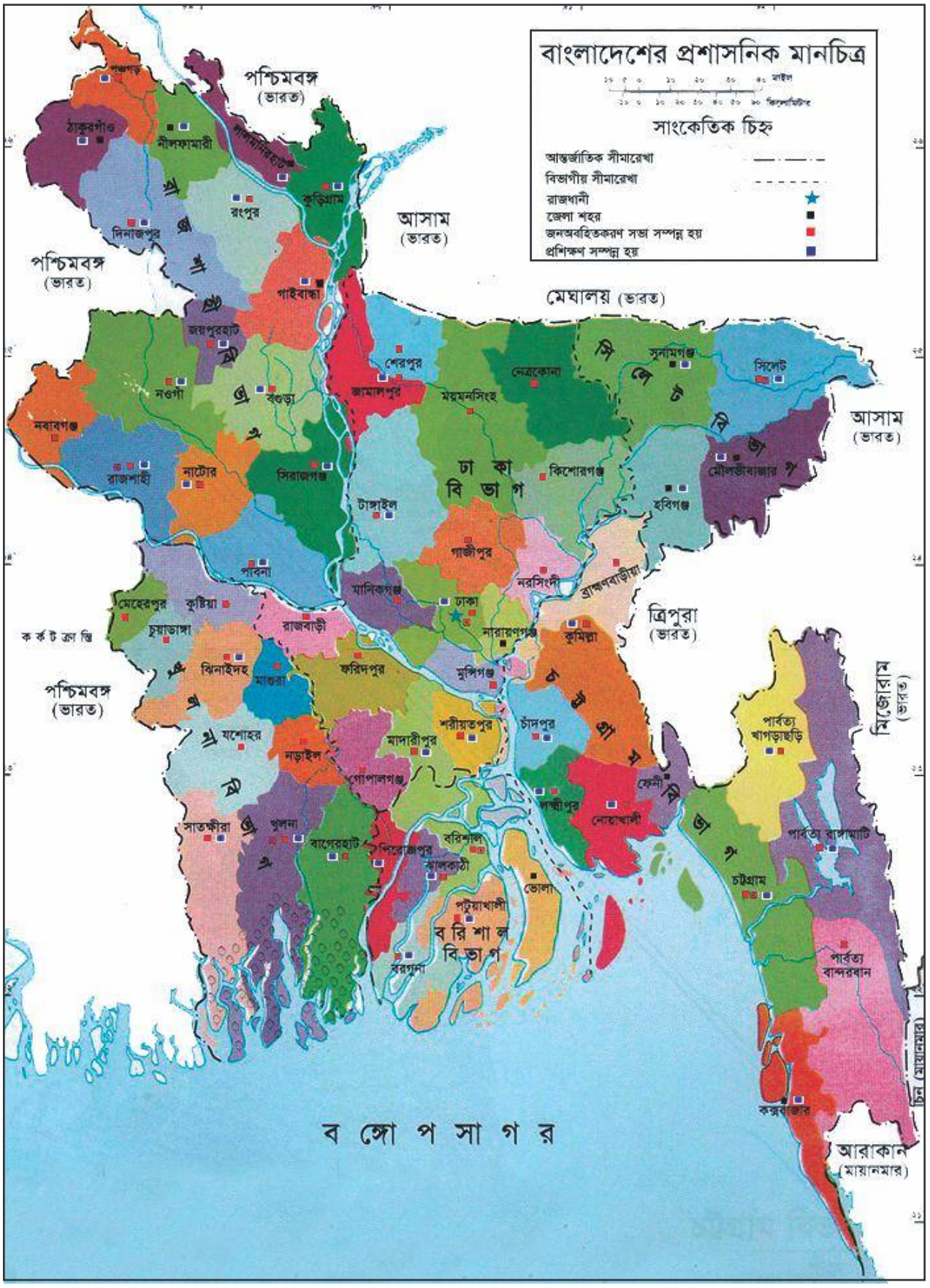

বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র
সাংকেতিক চিহ্ন
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
বিভাগীয় সীমারেখা
রাজধানী
জেলা শহর
জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়
প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আরাকান (মায়ানমার)
কর্কট ক্রান্তি
বঙ্গোপসাগর
রাজশাহী বিভাগ
ঢাকা বিভাগ
সিলেট বিভাগ
চট্টগ্রাম বিভাগ
খুলনা বিভাগ
বরিশাল বিভাগ
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
রংপুর
দিনাজপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
নরসিংদী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
মেহেরপুর
কুষ্টিয়া
চুয়াডাঙ্গা
রাজবাড়ী
ঝিনাইদহ
মাগুরা
ফরিদপুর
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
মাদারীপুর
যশোহর
নড়াইল
গোপালগঞ্জ
লক্ষ্মীপুর
নোয়াখালী
ফেনী
পার্বত্য খাগড়াছড়ি
পার্বত্য রাঙ্গামাটি
চট্টগ্রাম
পার্বত্য বান্দরবান
কক্সবাজার
সাতক্ষীরা
খুলনা
বাগেরহাট
পিরোজপুর
ঝালকাঠী
বরিশাল
ভোলা
পটুয়াখালী
বরগুনা

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিব এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮ ১২২২, ৮১৮১২১৫
৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ৯১৩৭৩৩২
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd